পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং ॥ ২৪শে জমাদিউল আউয়াল ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ৩৮শ বর্ষ: ১৯শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা ৭ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'আল্লাহর পথে ব্যয়'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৪
* সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্মার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* আল্লাহর-দিকে-আহ্বান—সংগঠন ও পদ্ধতি —৩ :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
* ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব :	নজীর আহমদ ভুইয়া	২২
* 'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর—৪ :	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫
* কবিতা :	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৯
* সংবাদ :		৩১

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন এবং তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি চিঠিতে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সালাম জানাইয়াছেন এবং জামাতের নিরাপত্তা, উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিয়াছেন।

ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

জরুরী এলান

বন্ধুগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসা ইনশাআল্লাহতায়ালা আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা মার্চ, ১৯৮৫ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে জলসার চাঁদা চাহিয়া প্রত্যেক জামাতে ও জামাতের অবস্থাপন্ন ভাইদের নিকট পত্র দেওয়া হইয়াছে। যদিও জলসার দিনগুলি ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে তথাপি অদ্যাবধি আশানুরূপ চাঁদা অত্র দপ্তরে পৌছায় নাই। তাই বন্ধুদের খেদমতে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনারা স্ব-স্ব নির্ধারিত চাঁদা অনতিবিলম্বে আদায় করিয়া ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করিবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইবারও বিবিধ অসুবিধার জন্য লাজনার (মহিলাদের) অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় নাই।

এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং : ১৫ই তবলিগ ১৩৬৪ হিঃ শামসী :

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা **৭ম রুকু**

৪৩। আল্লাহ তোমার ভুলের কুফল দূর করিয়াছেন এবং তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন; কিন্তু তুমি তাহাদিগকে (অর্থাৎ অনুমতি প্রার্থীদিগকে) পিছনে থাকিবার কেন অনুমতি দিলে? (তুমি তাহাদিগকে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে) যতক্ষণ না তোমার নিকট থেকে সত্যবাদী প্রকাশ হইয়া যাইতো এবং মিথ্যাবাদীদিগকেও তুমি জানিয়া লইতে।

৪৪। যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে, তাহারা নিজেদের জান-মাল দিয়া জিহাদ করা হইতে বাঁচিবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি চাহে না, বস্তুতঃ আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালভাবে জানেন।

৪৫। পিছনে থাকিবার অনুমতি তোমার নিকট কেবল তাহারাই চাহে, যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং তাহাদের দিল সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

৪৬। এবং তাহারা যদি (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু (জেহাদের জন্য) তাহাদের বাহির হওয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন নাই, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে নিজেদের জায়গায় বসাইয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে বলা হইল, যাহারা বসিয়া আছে তোমরা তাহাদের সঙ্গে বসিয়া থাক।

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া বাহির হইত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের মধ্যে কেবল বিশৃংখলা করিয়া বেড়াইত এবং তোমাদের মধ্যে ঘোড়া দৌড়াইয়া বেড়াইত ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে; এবং তোমাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যাহারা তাহাদের নিকট সংবাদ পৌছাইবার জন্য তোমাদের কথা কান পাতিয়া শুনে; এবং আল্লাহ যালেমগণকে ভালভাবে জানেন।

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বেও ফিৎনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, এমন কি হক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আল্লাহর ফয়সালা প্রকাশ হইয়া গেল, যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতক (মুনাফেক)ও আছে, যাহারা বলে, তুমি আমাদিগকে (পিছনে থাকিবার) অনুমতি দাও, এবং আমাদিগকে (যুদ্ধে যাওয়ার) পরীক্ষায় ফেলিও না। জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্ব হইতেই পরীক্ষায় পড়িয়া গিয়াছে এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

৫০। তোমার কোন মঙ্গল হইলে, তাহাদিগকে মন্দ লাগে, এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে, তাহারা বলে, আমরা পূর্ব হইতেই আমাদের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম, এই বলিয়া তাহারা আনন্দে পিঠ দেখাইয়া চলিয়া যায়।

৫১। তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমাদিগকে কেবল উহা পৌঁছে যাহা আল্লাহ আমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন, তিনি আমাদের অভিভাবক; অতএব মোমেনগণের কর্তব্য যেন তাহারা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

৫২। তুমি বল, তোমরা আমাদের জন্য শুধু দুইটি কল্যাণ (অর্থাৎ বিজয় অথবা শাহাদত) এর মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করিতেছ না; এবং আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে আল্লাহ নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে আযাব দিবেন; অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

৫৩। তুমি বল, তোমরা খুশী মনে খরচ কর অথবা অখুশী মনে, তোমাদের নিকট হইতে কখনও (তোমাদের সদকা) কবুল করা হইবে না; নিশ্চয় তোমরা পরম অবাধ্য জাতি।

৫৪। এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে অস্বীকার করা ছাড়া এবং ইহা ব্যতিরেকে যে তাহারা শৈথিল্যের সহিত নামায পড়িত, এবং আল্লাহর পথে বেজার হইয়া খরচ করিত, তাহাদের সদকাসমূহ কবুল করিতে কিসে বাধা দিয়াছে?

৫৫। অতএব তাহাদের মাল ও আওলাদ যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু ইহাই চাহেন যেন তিনি এই সবের দ্বারা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দেন, এবং চাহেন যেন কুফরের অবস্থায় তাহাদের প্রাণ বাহির হয়।

৫৬। তাহারা আল্লাহর নামে কসম খায় যে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং তাহারা এক অত্যন্ত ভীরুজাতি।

৫৭। তাহারা কোন আশ্রয়স্থান অথবা লুকাইবার জন্য গুহা অথবা বসিয়া থাকার স্থান পাইলে তাহারা অবশ্যই পিঠ ফিরাইয়া সেইদিকে চলিয়া যাইবে।

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক (মুনাফেক) আছে, যাহারা সদকাসমূহ সম্বন্ধে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, অতঃপর যদি তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং উহা হইতে তাহাদিগকে যদি কিছু না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়।

৫৯। এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিল উহাতে যদি তাহারা সন্তুষ্ট হইত এবং বলিত যে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং (আমাদের অভাব ঘটিলে) নিশ্চয় আল্লাহ আপন ফযল হইতে আমাদিগকে দিবেন এবং তাঁহার রসুলও; নিশ্চয় আমরা আল্লাহর প্রতি আসক্ত (তাহা হইলে তাহাদের জন্য কতই না উত্তম হইত)। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহর পথে ব্যয়, বদান্যতা এবং সাদকাহর মর্যাদা

১। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাহিনী বর্ণনা করেন: "এক ব্যক্তি ঘাস, লতাপাতা, বৃক্ষ ও জনশূন্য মরু দিয়া যাইতেছিল। মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মেঘ হইতে আওয়াজ শুনিল: হে মেঘ, অমুক নেক (সাধু) ব্যক্তির বাগান প্লাবিত কর।" মেঘ ঐ দিকে প্রস্থান করিল। প্রস্তরময় মালভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ হইল। একটা সরু নালা দিয়া পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই ব্যক্তি ঐ নালা ধরিয়া যাইতে লাগিল। কি দেখিল? নালাটা এক বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। বাগানওয়ালা বালতি দিয়া পানি এদিকে সেদিকে বিভিন্ন গাছ-পালায় দিতেছে। ঐ বাগানের মালিককে সে বলিল: 'হে খোদার বান্দাহ্, আপনার নাম কি?' সে ঐ নামই বলিল, যাহা ঐ মুসাফের মেঘটি হইতে শুনিয়াছিল। অতঃপর বাগানপতি মুসাফিরকে জিজ্ঞাসা করিল: "হে আল্লাহর বান্দা, আপনি কেন আমার নিকট আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন"? সে বলিল: "এই মেঘ যাহা হইতে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আপনি পানি ব্যবহার করিতেছেন, উহা হইতে এই ধ্বনি শুনিয়াছিলাম—'মেঘ, তুমি অমুক বাগান প্লাবিত কর'। আপনি এমন কোন্ 'নেক আমল'—কোন সে সাধু কাম করিয়াছেন, যাহার এই ফল আপনি প্রাপ্ত হইলেন? বাগানপতি বলিল: 'যখন আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে শুনুন। আমার নিয়ম এই যে, এই বাগান হইতে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাই, উহার এক তৃতীয়াংশ খোদাতায়ালার পথে ব্যয় করি, এক তৃতীয়াংশ আমার পরিবার-পরিজনের উপজীবিকার্থে রাখি এবং বাকী এক তৃতীয় অংশ এই সব ক্ষেতে পুনরায় বীজরূপে ব্যবহার করি।"

('মুসলিম, কিতাবুয্-যোহ্দ, 'বাবুস-সাদকাহ ফিল্-মাসাকীন; ২:৩৫৯ পৃঃ)

২। হযরত আদি বিন্ হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "সাদকাহ্ দিয়া আগুন হইতে বাঁচ, যদি অর্ধেকটা খেজুরই দিতে পার।" ('বুখারী, কিতাবুল যাকাহ, 'বাবুং-তাকুন নারা ওয়া লাউ বিশ-শিক্কিল্ তামরা; ১:১৯০ পৃঃ)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য মূল পরিচিতি

"গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, তেরশত বৎসরে নবুওতের পদ্ধতিতে এরূপ যুগ আর কাহারা পাইয়াছে? এই যুগে আমাদের যে জামাত সৃষ্টি করা হইয়াছে বহুবিধ বিষয়ে এই জামাত সাহাবা কেরাম (রাজিয়াল্লাহুঃ)-এর সহিত সাদৃশ্য পূর্ণ। তাঁহারা মো'জেযা ও ঐশী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যেমন সাহাবারা প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহারা খোদাতায়ালার নিদর্শন এবং তাজা ও নিত্যনূতন ঐশী সাহায্য সমূহের দ্বারা জ্যোতি ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করেন, যেরূপে সাহাবীগণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা খোদাতায়ালার পথে মানুষের হাসি বিদ্রূপ, অভিসম্পাত ও গাল-মন্দ, আত্মীয় বন্ধন ছিন্নকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম আঘাত সহ্য করিতেছেন যেরূপে সাহাবা কেরাম (রাঃ) সহ্য করিয়াছিলেন। তাহারা খোদাতায়ালার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী, আসমানী সাহায্য-সমর্থন এবং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষার দ্বারা পবিত্র জীবনের অধিকারী হইয়া চলিয়াছেন, যেরূপে সাহাবা (রাঃ) অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহারা নামাজে কাঁদেন, সেজদার স্থান অশ্রুজলে ভাসাইয়া দেন, যেরূপে সাহাবা (রাঃ) কাঁদিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহারা সত্য স্বপ্ন দর্শন করেন এবং এলহামে-এলাহী দ্বারা ভূষিত হন, যেরূপ সাহাবারা (রাঃ) ভূষিত হইতেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা তাহাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ ও সম্পদ শুধু আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সেলসেলায় ব্যয় করেন যেরূপে সাহাবারা (রাঃ) ব্যয় করিতেন। তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ বহু ব্যক্তি পাইবেন যাহারা মৃত্যুকে স্মরণ রাখেন এবং তাহারা নম্র বিনয়ী এবং সত্যিকার তাকওয়া-নিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান, যেরূপ সাহাবা (রাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল। ইহারা খোদাতায়ালার প্রতিষ্ঠিত জামাত, যাহাদিগকে খোদাতায়ালা নিজে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং দৈনন্দিন তাহাদের অন্তঃকরণকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করিয়া চলিয়াছেন এবং ঈমানী প্রজ্ঞা ও শক্তিতে পরিপূর্ণ ও বলিয়ান করিতেছেন, তাহাদিগকে আসমানী নিদর্শনাবলীর দ্বারা নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন, যেরূপে সাহাবাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; মোট কথা, এই জামাতের মধ্যে যাবতীয় আলামত ও লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা و اٰخرين منهم لما يلحقوا بهم [পরবর্তীগণের মধ্যে আল্লাহতায়ালা রসুল করীম সাল্লাল্লাহুঃ-এর পূর্ণ বরুজ বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদিগকে নিদর্শন দেখাইবেন, তাহাদের আত্মশুদ্ধি করিবেন ইত্যাদি'। (সুরা জুমা, প্রথম রুকু)—অনুবাদক] — আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, এবং জরুরী ছিল যে খোদাতায়ালার পবিত্র ফরমান একদিন অবশ্যই পূর্ণ হইত!" (আইয়ামে সুলেহ, পৃঃ ৭২-৭৩)

অনুবাদঃ মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে
হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কতিপয় পবিত্র বাণী

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকিদ ঃ

'বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায়, পথ খরচের সামর্থ রাখেন সেইরূপ সকল ব্যক্তিরই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তাঁহারা যেন প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রূক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি ও সরল) ব্যক্তিগণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট বৃথা যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।'

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) "এই জলসার একটি মহত উদ্দেশ্য ইহাও যে প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন মুখোমুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফাত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতি) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।"

জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য বিশেষ দোওয়া ঃ

"অবশেষে আমি দোওয়া করিতেছি, আল্লাহ্তায়ালা যেন এই লিল্লাহী (—আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হন, তাহাদিগকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দেন, তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাহাদিগকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করেন, তাহাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন ও পরকালে তাহাদিগকে সেই সকল বান্দার সহিত উত্থিত করেন যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং তাহাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

হে খোদা ! হে মর্য্যাদা ও বদান্যতার আধার ! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী ! এই দোওয়া সকল কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান কর, কেননা সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন, পুনঃ আমীন।" (ইশ্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদঃ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে" (আইঃ)

[১৬ই নভেম্বর, ১৯৮৪ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিকেতো আহমদীয়াতকে অন্যদের মোকাবেলায় চারা-গাছের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অন্যদিকে এই চারাগাছকে আহমদীদের আভ্যন্তরিণ অবস্থার সংগে তুলনা করা যাইতে পারে এবং ইহার দৃষ্টান্ত আমি বার বার আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করিয়াছি। এত অধিক পরিমাণে জামাতের মধ্যে রুহানীয়াত জিন্দা হইতেছে এবং জামাত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, তাহাদের (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধ-বাদীদের) গাল-মন্দের ফল যদি শুধু ইহাই হইত তাহা হইলে উহাতো খুবই উৎকৃষ্ট এবং মধুর হইত। যাহারা গাল-মন্দ দেয় তাহারা নিজেদের হৃদয়কেই অপবিত্র ও নোংরা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের স্বভাবকে মারাত্মকভাবে বিকৃত করিতেছে। গালিগালাজের মধ্যে তাহাদের জন্য কোন স্বাদ থাকিতেই পারে না। পাপকার্য্যেও কি কোন স্বাদ থাকিতে পারে ? তাহারা যত খুশী বকাবকি করিতে থাকুক এবং যত খুশি গাল-মন্দ দিতে থাকুক তাহাদের হৃদয়ের এই অবস্থা, যাহা খোদাতায়ালা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, উহার কোন পরিবর্তন হইতেই পারেনা এবং , لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে তাহারা জ্বলিতে থাকিবে।

যাহাদের হৃদয়ে ক্রোধ ও রোষাগ্নি রহিয়াছে, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা দেখে যে যাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রোধ তাহারা মরিয়া গিয়াছে এবং ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের ক্রোধের উপশম হয় না। আপনারাতো আপনাদের দুঃখ-বেদনা দেখিতেছেন। তাহাদের দুঃখ-বেদনার প্রতিও একটু দৃষ্টিপাত করুন যে, তাহাদের কি অবস্থা হইয়া গিয়াছে। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে বিলকুল পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহারা গালিগালাজ করিয়া করিয়া নিজেদের হৃদয়কে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আপনারা না মরিলে তাহাদের হৃদয় কিভাবে ঠাণ্ডা হইবে ?! পক্ষান্তরে তাহাদের চোখের সম্মুখেই আপনারা বাড়িয়া চলিয়াছেন এবং অতিশয় উন্নতি লাভ করিতেছেন। অতএব আপনাদের হৃদয়ের জন্য খোদা আনন্দ ও প্রশান্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য রোষ ও ক্রোধাগ্নি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ক্রোধ ও রোষাগ্নিতো একটি অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক অবস্থা।

যে সকল আহমদীরা বেদনায় ক্রন্দন করে এবং গিরীয়া-জারী করে, তাহারাও কোন কোন সময় নিজেদের উপর বড়ই দয়া প্রদর্শন করিতে শুরু করে যে, আহা! আমাদের কি অবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং আমরা কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছি? অবশ্য তাহারা নিজেরাও জানে এবং তাহাদের চাইতে অধিক কেহ জানে না যে খোদার রাস্তায় অশ্রু বিসর্জন করার মধ্যে যে স্বাদ নিহিত রহিয়াছে, দুনিয়ার অন্য কোন স্বাদের সংগে উক্ত স্বাদের মোকাবেলা হইতে পারে না। আক্ষেপের দরুন জ্বলিয়া যাওয়ার মধ্যে এবং গালমন্দ দেওয়ার মধ্যে কোন স্বাদই নাই। তাহাদের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। এই হতভাগ্যের দলতো পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিতেছে। তাহারা নিজ-দিগকে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে শান্তি নাই। তাহারা আপনাদিগকে যত অধিক বাড়িতে দেখে তত অধিক যন্ত্রণা তাহারা অনুভব করে। প্রকৃত অবস্থা উহাই যাহা কোরআন বর্ণনা করিয়াছে। খোদা আলেমুল গায়েব ওয়াশাহাদাত তাঁহার স্বাক্ষ্যই সঠিক ও নির্ভুল। বস্তুতঃ আপনারা যদি গভীরভাবে দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ইহারা করুণার যোগ্য।

আপনাদের বেদনাই স্বতন্ত্র ধরণের এবং উহার মধ্যে রহিয়াছে আপনাদের স্বাদ। সমগ্র জামাত এইরূপ রুহানী স্বাদ আস্বাদন করিতেছে এবং দিনের পর দিন উন্নতি করিতেছে ও আল্লাহর ফজল সমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, ইহার মোকাবেলায় আক্ষেপে যাহারা জ্বলিয়া যাইতেছে তাহারা কিভাবে স্বাদ লাভ করিতে পারে? গাল-মন্দ দিয়াও কি কেহ কোন দিন স্বাদ লাভ করিয়াছে? ইহারাতো বকিতে বকিতে পাগল হইয়া যাইতেছে এবং উন্মাদের মত এই দিক সেই দিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। অতঃপর ইহারা যখন গৃহে প্রত্যা-বর্তন করে তখন ইহাদের মনে শান্তি থাকে না এবং ভাবে এখন কি করিব? ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহারা কুল কিনারা খুঁজিয়া পায় না। ইহাদের জন্য এই আক্ষেপই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ইহারা ভাবিবে এবং বলিবে, "আহমদীরা এখনও বাড়িতেছে, আহমদীরা এখনও উন্নতি করিতেছে?" আপনাদের আকাংক্ষা ও উদ্দীপনা পূর্ণ হওয়া নির্ধারিত ও অবধারিত। আপনাদের এবং তাহাদের মধ্যে আসমান ও জমীনের তফাৎ রহিয়াছে। অতএব তাহাদের বাহ্যিক বিজয়ের অবস্থা এবং তাহাদের বাহ্যিক উন্নতির অবস্থার মধ্যে বস্তুতঃ তাহাদের পরাজয়, গ্লানি ও অধঃপতন নিহিত রহিয়াছে। দেখার মত চোখ থাকিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের অবস্থা গর্বের যোগ্য নহে, বরং ইহা করুণার যোগ্য। তদুপরি খোদাতায়ালা জামাতকে এইরূপ দয়া ও মহান নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

কোন কোন জেলার জামাতগুলি বিগত কোন কোন পরীক্ষায় দুর্বলতা দেখাইয়াছিল। এই ঘটনার কথা চিন্তা করিলে লজ্জা অনুভব করিতে হয়। খোদাতায়ালার ফজলে এখন ঐ সকল এলাকার জামাতগুলিতেই এইরূপ মহান আদর্শ ও রুহানীয়াত সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ আত্মত্যাগের উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছে এবং আহমদীরা এইরূপ নূতন জীবন লাভ করিয়াছে

যে, তাহারা এখন আকাশের নক্ষত্ররাজীর ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে। প্রতিটি পুরুষ, প্রতিটি মহিলা এবং প্রতিটি বালক-বালিকা ভয়ানক বিরুদ্ধাচারণের মুখে এইরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেইরূপে প্লাবনের মুখে পাহাড় দাঁড়াইয়া থাকে। এক বিন্দুবিসর্গ পরিমাণও তাহারা পরওয়া করে নাই। তাহাদের মধ্যে কোন ভীতির সঞ্চার হয় নাই। তাহাদের ঘটনাবলী যখন স্মরণ হয়, তখন আমার হৃদয় খোদার হুজুরে সেজদায় প্রণত হইয়া পড়ে যে, হে খোদা! অদ্ভুত তোমার মহিমা! কত বিপদজনক অবস্থার মধ্যে এত দুর্বল জামাতকে তুমি কিরূপে শক্তি ও সাহস দান করিয়াছ!

অতএব যে জামাতকে খোদা এইরূপে সাহস ও মনোবল দান করিতেছেন, তাহাদের জন্য কি লোকসানের কোন ভয় থাকিতে পারে? ঐ জামাতের ঘটনাবলী আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি। উদাহরণস্বরূপ, একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা আমি আপনাদের শুনাইতেছি। ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। তথায় একটি মাত্র আহমদী পরিবার বাস করে। উক্ত গ্রামের নিকটেই অন্য একটি বড় গ্রাম অবস্থিত। বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের বিরুদ্ধে চরম বিরুদ্ধাচরণ শুরু করিয়া দিয়াছে। তাহারা আহমদী (পুরুষ)-দিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহারা আহমদীদিগকে সালাম দেওয়ার অপরাধে শাস্তি প্রদান করিয়াছে। তাহারা আহমদী-দিগকে পায়খানায় বদ্ধ করিয়াছে। তাহারা আহমদীদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করিয়াছে এবং নানা প্রকার গালমন্দ দিয়াছে। তাহারা আহমদীদিগকে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস হইতে ফিরাইয়া আনার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া দেখিয়াছে। কিন্তু তাহারা দেখিলো, একটি বালক ও একজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষও তাহাদের নিজ ধর্ম হইতে ফিরিয়া আসে নাই, বরং বড় প্রতাপ ও তেজের সংগে মাথা উঁচু করিয়া তাহারা চলাফেরা করিতেছে এবং বিন্দু পরিমাণ দুর্বলতাও তাহারা দেখায় নাই। তখন বিরুদ্ধবাদীরা মসজিদগুলিতে এলান করিতে শুরু করিল এবং বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল যে, বাস্, এখন ইহাদের জন্য একটিই প্রতিকার রহিয়াছে। ইহাদের সকলকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া দাও। ইহাদের গৃহে আগুণ লাগাইয়া ইহাদিগকে জীবন্ত পোড়াইয়া দাও। তাহারা উস্কানীমূলক আচরণ শুরু করিয়া দিল। কিন্তু এতদসত্বেও কোন আহমদীর হৃদয়ে কোন রূপ দুশ্চিন্তা, কোনরূপ উদ্বেগ বা কোনরূপ ভীতির সঞ্চার হয় নাই। তাঁহারা পূর্বের মতই মাথা উঁচু করিয়া রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করিতেছিল। তাহারা বলিল, এখন তোমাদের যাহা মর্জি করিতে পার। আমরা তোমাদের সম্মুখে এক বিন্দুও নতি স্বীকার করিব না। তোমাদের সাধ্যে যতদূর কুলায়, আমাদের বিরুদ্ধে তোমরা ততদূর করিয়া দেখাইয়া দাও।

ইহা ঐ সময়ের ঘটনা। তখনও এইরূপ বিরুদ্ধাচারণই চলিতে ছিল। যে গ্রামের উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করিয়াছি, উক্ত গ্রামের একজন আহমদী এই সময় করাচী গিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি নিজ পরিবারের প্রধান ছিল। যখন সে করাচীতে এই ভীতিপূর্ণ খবর শুনিল, সুদূর প্রবাসে বসিয়া তাহার ঈমান তখন শিথিল হইয়া পড়িল। হয়তো

তাহার নিজের ব্যাপার হইলে ঈমান এইরূপ শিথিল হইত না। কিন্তু সে নিজ স্ত্রী, নিজ মা, নিজ অসহায় শিশুদিগকে গ্রামে ছাড়িয়া আসিয়াছিল। অতএব সে তাহার পার্শ্ববর্তী বড় গ্রামটির একজন মৌলভীকে চিঠি লিখিল। সে চিঠিতে লিখিল যে, দেখ, আমি জানিতে পারিলাম যে তোমরা এইরূপ করিতে মনস্থ করিয়াছ। অতএব আমি মীর্যাইয়ত (আহমদীয়াত) হইতে তওবা করিতেছি। সুতরাং তোমরা আমার গৃহে আগুন লাগাইও না এবং আমার নিরীহ শিশুদিগকে কষ্ট দিও না। আমি তাহাদিগকে তোমাদের সোপর্দ করিতেছি এবং আমি ওয়াদা করিতেছি যে, আমি যখন গ্রামে ফিরিয়া আসিব তখন তোমাদের মসজিদে দাঁড়াইয়া আমি এই এলানও করিব যে আহমদীয়া জামাতের সংগে আমার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব এখন তোমরা আমার গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কর এবং তাহাদের হেফাজতের ব্যবস্থা কর।

অতঃপর সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্য মৌলবী সাহেব উক্ত আহমদীর গৃহে পৌছিয়া গেল। তাহার বৃদ্ধ মাতা ও স্ত্রী গৃহেই উপস্থিত ছিল। যখন তাহারা ব্যাপারটা জানিতে পারিল তখন তাহাদের গায়ে আগুন ধরিয়া গেল। তাহারা বলিল, মৌলভী! তুমি কি খেয়ালে এখানে আসিয়াছ? তুমি আমাদের হেফাজত করিবে? তোমার যাহা মর্জি কর। খোদাই আমাদের একমাত্র রক্ষাকারী। তোমাদের হেফাজত বা তোমাদের দুশমনী কোনটারই আমরা একবিন্দু পরওয়া করি না। তুমি কাহার কথা বলিতেছ? ঐ ব্যক্তির সহিততো আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তুমি যেই ব্যক্তির নাম বলিতেছ, ভবিষ্যতে আর কখনও তাহার নাম আমাদের সম্মুখে উচ্চারণ করিও না। অতঃপর মা ও স্ত্রী উভয়ে তাহাকে একটি চিঠি লিখিল। এই চিঠির অংশ আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি. তাহারা লিখিল, "যদি ঈদের সময় তুমি বাড়ী আসিয়া এলান কর যে আমি আহমদী নই, তাহা হইলে এই গ্রামে তোমার জন্য অন্য কোন স্ত্রীর ব্যবস্থা করিয়া নিও এবং অন্য কাহাকেও তোমার মা বানাইয়া নিও। আমাদের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সাবধান, তুমি এই ঘরে আর কখনও পা রাখিবে না।" আহমদী স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা এবং বৃদ্ধ, যাহারা একটি ভয়ংকর বিপদজনক এলাকায় দুশমন কর্তৃক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ইহাই তাহাদের অবস্থা। দুশমনেরা হেফাজতের প্রস্তাব দেয় এবং আহমদীরা তাহাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয় যে, তোমাদের হেফাজতের আমরা কোন পরওয়া করি না। একমাত্র খোদাই আমাদের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী।

উক্ত এলাকাতেই আল্লাহতায়ালা আহমদীদের হৃদয়ে সাহস দেওয়ার জন্য কোন কোন আহমদীর হৃদয়ে স্বীয় রংগে তাঁহার সমর্থন ও তাঁহার সাহায্যের প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঘটনা ক্ষুদ্র বটে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা যাহার উপর ঘটে এবং যাহার নিজের অভিজ্ঞতা আছে সে জানে কোন কোন সময় ভালবাসার প্রকাশ বাহ্যতঃ ক্ষুদ্রাকারে হইয়া থাকে। কিন্তু উহার মধ্যে গভীর প্রেম ও প্রীতি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এখন আমি আপনাদিগকে যে ঘটনা শুনাইব, এই ঘটনা যদি কোন বিরুদ্ধবাদী শুনে তবে সে ইহা লইয়া হাসি-বিদ্রুপ

করিবে। তাহারা তো সকল ব্যাপারেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিয়া থাকে যে, ইহাদের (আহমদীদের) খোদা এইভাবে ইহাদিগকে সাহায্য করে। কিন্তু যাহার খোদা তাহাকে সাহায্য করে, সে জানে যে খোদার একটি মামুলি ইংগিত ও একটি সাধারণ দৃষ্টিতেও কত প্রীতি লুকাইয়া থাকে ও কত স্বাদ লুকাইয়া থাকে। আমি যে এলাকার একটি বড় গ্রাম সম্বন্ধে বলিতেছি, ঐ এলাকার একজন আহমদী সদা সর্বদা ঈদ উপলক্ষে একটি গরু জবেহ করিত। তাহার বহু দিনের নিয়ম এই ছিল যে সে খুবই পরিশ্রমের সহিত ও খুব সখ করিয়া গরু পালিত এবং অতঃপর তাহার নিজ গৃহের আংগিনায় উক্ত গরু জবেহ করিত। বিগত ঈদে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। সালাম দেওয়ার অপরাধে যে সকল আহমদীকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল. তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তিও ছিল। এই বলিয়া কতিপয় আহমদীর নাম লেখানো হইয়াছিল যে, তাহারা গায়ের আহমদীদিগকে (বিরুদ্ধবাদী) ধমক দিয়াছে এবং তাহাদিগকে গালাগালি করিয়াছে। আমি যে ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিতেছি, সে সালামওয়ালা আহমদীদের মধ্যে ছিল না। বরং সে ঐ সকল আহমদীদের মধ্যে একজন ছিল যাহাদের সম্বন্ধে মৌলভীরা কল্পিত কাহিনী তৈয়ার করিয়াছিল যে ইহারা তাহাদিগকে হত্যা করার ধমক দিয়াছে।

যাহাহউক ঈদের দিন আসিল। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির আংগিনায় ঐ দিন কোন গরু জবেহ হইতেছিল না এবং তাহার পরিবারের লোকজন খুবই আক্ষেপের সহিত স্মরণ করিতেছিল যে, ঈদের দিন আমাদের পিতা, আমাদের ভাই বা আমার স্বামী (সম্পর্ক অনুযায়ী) খোদার নামে এইস্থানে গরু জবেহ করিত। ঠিক এমন সময় তাহারা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিল যে, অকস্মাৎ তাহাদের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি গরু দৌড়াইতে দৌড়াইতে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিল। উহার গলা অর্দ্ধেক কাটা অবস্থায় ছিল এবং উহার পিছনে পিছনে কিছু লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আংগিনায় প্রবেশ করিল। তাহারা সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া গরুটিকে আংগিনার বাহিরে আনার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা গরুটিকে বাহির করিতে পারিল না। কিছুতেই গরুটি ঐ স্থান হইতে বাহির হইল না। বস্তুতঃ ঘটনাটি এইরূপে ঘটিয়াছিল যে, উক্ত আহমদীর গৃহের নিকটবর্ত্তী অন্য একটি জায়গায় কিছু লোক একটি গরু জবেহ করিতেছিল। মাত্র উহার অর্দ্ধেক গলা কাটা হইয়াছিল। এমতাবস্থায় উহা উঠিয়া দৌড়াইল এবং দৌড়াইয়া উপরোক্ত আহমদী, যে কারাগারে ছিল এবং খোদার নামে যে নিজের ঘরে গরু জবেহ করিত, উহা তাহার আংগিনায় প্রবেশ করিল। অতঃপর গরুটি আর বাহির হইল না। উপরোক্ত আহমদ যে জায়গায় গরু জবেহ করিত, ঠিক ঐ জায়গায় যখন তাহারা গরুটিকে শোয়াইল, তখন উহা সেইখানে শুইয়া পড়িল এবং সেইখানেই তাহারা উহাকে জবেহ করিল। সম্ভবতঃ এই হতভাগ্যরা মনে করিল যে তাহারা কোরবানী করিতেছে। ইহা আল্লাহই জানেন যে, কাহার তরফ হইতে এই কোরবাণী কবুল করা হইতেছে।

ইহা একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। কিন্তু ইহা হইতে খোদাতায়ালার প্রীতির কত না গভীর প্রকাশ ঘটিয়াছে। কি ভাবে তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া স্বীয় বান্দাদিগকে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রেমের ছিটা দিয়া তাহাদিগকে জিন্দা রাখেন। ইহাতো হইল খোদাতায়ালার প্রীতির প্রকাশ। অনুরূপভাবে খোদাতায়ালার প্রতিশোধও জায়গায় জায়গায় প্রকাশিত হইতেছে এবং এই ব্যাপারে খুব অধিক সংখ্যায় আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিতেছে। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে কোন কোন আহমদীর হৃদয় পীড়িত হয় এবং তাহাদের হৃদয় হইতে একটি "উঃ" ধ্বনি নির্গত হয়। খোদাতায়ালা তৎক্ষণাৎ এইরূপে তাহাদের হিসাব চুকাইয়া দেন যে, তাহারা ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়।

একজন আহমদী শিক্ষয়িত্রী আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমি গ্রামে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছি এবং সেখানে কোন আহমদী নাই। একটি গায়ের আহমদী সম্মানিত পরিবার, যাহারা অত্যন্ত ভদ্রলোক, তাহারা আমাকে এই বলিয়া তাহাদের গৃহে থাকার জায়গা দিলেন যে, তুমিতো এতদূর হইতে আসিতেই পার না। তোমার বাড়ী এতদূরে যে তুমি আমাদের নিকটেই থাকিয়া যাও। অতএব আমি তাহাদের নিকট থাকিয়া যাই। যখন মোখালেফাত (বিরুদ্ধাচরণ) শুরু হইল, তখন সকলে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল যে, এই শিক্ষয়িত্রীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও। গৃহের লোকেরা ভদ্র ছিল। তাহারা বলিল, আমরা তাহাকে বাহির করিয়া দিব না। বিরুদ্ধাচরণকারীরা বলিল, আচ্ছা, যদি তাহাকে বাহির করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমরা গ্রামের কূপ হইতে তোমাদিগকে পানি ভরিতে দিবনা। কেননা এই নাপাক স্ত্রীলোককে গ্রামের কূপের পানি পান করিতে দেওয়া হইবে—ইহা আমরা বরদাস্ত করিতে পারি না।

সুতরাং তাহারা তাহাদের ঘরে পানির কল লাগাইয়া লইল এবং উহা হইতে পানি পান করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, কূপের পানি কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে এবং উহা হইতে অদ্ভুত ধরণের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে একটি কুকুর উক্ত কূপে পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে। ইহা কেহই জানিত না। যখন উহা গলিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল তখন তাহারা জানিতে পারিল যে, যতদিন ধরিয়া তাহারা মির্য্যায়িনীকে (উপরোক্ত আহমদী শিক্ষয়িত্রীকে) কূপের পানি বন্ধ করিয়া দিয়াছে ততদিন হইতে তাহারা উক্ত কূপ হইতে মৃত কুকুরের নোংরা ও অপবিত্র পানি পান করিতেছে। উক্ত আহমদী মহিলা বলিল যে, আমার হৃদয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেছিলাম। আমি অস্থিরতা বোধ করিতেছিলাম যে, হে আল্লাহ! ইহারা আমাকে কুকুরের চাইতেও অধিক হীন মনে করে। দূরে বসিয়া আমি পানি পান করিলেও ইহাদের কূপের পানি অপবিত্র হইয়া যায়। অতঃপর খোদা যখন আমাকে এই দৃশ্য দেখাইলেন, তখন খোদার প্রীতির এই প্রকাশ দেখিয়া আমি এতই আনন্দিত হইলাম যে, সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। বরং আমি লজ্জা অনুভব করিলাম, কেন আমি এই ব্যাপারে দুঃখ পাইলাম? এই যে দুই একটি ঘটনা আমি বর্ণনা করিতেছি, সময়ের দাবীতে বাধ্য হইয়া আমাকে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে হয়।

বিগত দুই তিনটি খোৎবা লম্বা হইয়া গিয়াছিল। তখন আমাদের এক নওজোয়ান, না, তিনি নওজোওয়ান নন তবে বৃদ্ধও নন, তিনি বিগত কয়েকটি জুময়ায় এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বহুমূত্র রুগী ছিলেন: তিনি আমার নিকট অভিযোগ করিলেন যে, "আপনি খোৎবা এত লম্বা দিয়াছেন যে, ক্ষুধার যন্ত্রনায় আমার অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি একজন বহুমূত্র রুগী। আমার মনে হইতেছিল যে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইব।" আমি জানি কোন কোন সময় খোৎবা লম্বা হইয়া যায়। কিন্তু খোৎবা দেওয়ার সময় বস্তুতঃ আপনারাই কেবল আমার চোখের সম্মুখে বসিয়া থাকেন না। পাকিস্তানের লোকেরা এত ছটফট করিতে থাকে যে, তাহাদের নিকট লম্বা, খোৎবাও ছোট মনে হয় এবং প্রায় প্রতি চিঠিতেই আমার নিকট এই অভিযোগ আসে যে, আমার খোৎবার টেপ শুরু করিতে না করিতেই উহা শেষ হইয়া যায়। আমরা অপেক্ষা করিতে থাকি যে আরও

সুন্দর কথা সামনে আসিতেছে। এমন সময় অকস্মাৎ টেপ শেষ হইয়া যায়। অতএব কোন কোন সময় যদি আপনাদের ধৈর্য্যধারণের প্রয়োজন হয় এবং পাকিস্তানের ঐ সকল ভাইদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহাহইলে আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে ইহার পুরস্কার দিবেন। গালেব বলেন :— کیوں نہ چیخوں کہ یاد کرتے ہیں میری آواز گر نہیں آتی
আমারও এই একই অবস্থা। আমিতো আমার জন্য বলিনা। আমারতো ঐ প্রিয়দের কথা স্মরণ হয়। ঐ দিনগুলির কথা আমার স্মরণ হয় যখন মসজিদে আকসায় খোৎবা হইত, লোকেরা একত্রিত হইত, রাবওয়ার বাহির হইতে এবং অনেক দূরদূরান্ত হইতে লোকেরা আসিত এবং এই কথাগুলি তাহাদের স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে। এখন তাহাদের একমাত্র অপেক্ষা ইহাই রহিয়া গিয়াছে যে, কখন টেপ আসিবে এবং কখন তাহারা উহা শুনিবে?

রাবওয়া-বাসীদের সম্বন্ধে আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহারা অসাধারণ কোরবানী করার তৌফিক লাভ করিয়াছে এবং তাহারা আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি করিতেছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইমানের এক অদ্ভূত অবস্থা পরিদৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ মনে হয় যে তাহাদের আত্মায় এক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। যে স্বাদ সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ ছিল এবং যে স্বাদের সংগে তাহারা পরিচিত ছিলনা, তাহারা আজ ঐ রুহানী স্বাদ লাভ করিয়াছে এবং ঐ স্বাদের মধ্যে তাহাদের হৃদয় নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইবাদতের রং বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের রং বদলাইয়া গিয়াছে। একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার অসংখ্য খবর আসিতেছে। আমি পূর্বেও এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, গ্রামের পর গ্রাম এইরূপ রহিয়াছে যেখানে ভয়ংকর প্রাচীন শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। দেখিলে অবাক হইতে হয় যে, এখন আল্লাহতায়ালার প্রেমে বিভোর হইয়া তাহারা তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাবওয়াবাসীরা খোদাতায়ালার ফজলে তাহাদের ঈমানের অদ্ভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে।

এই প্রসংগে একজন নওজোওয়ানের একটি চিঠির উদ্ধৃতি আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি। সে লিখিয়াছে :—

"রাবওয়ার পবিত্র ভূমির দিন ও রাত্রির স্মৃতিচারণ করিতে শুরু করিয়াছি এবং নিষ্পাপ ও নীরিহ চেহারাওয়ালা ব্যক্তিদের, খোদার স্মরণকারীদের, স্বীয় ইমামের অপেক্ষারত ব্যাকুল ব্যক্তিদের এবং ধৈর্যোর চূড়ান্ত মার্গে আরোহনকারী ফকিরদের কাহিনী বর্ণনা করিতে শুরু করিয়াছি। হুজুর, ইহা আত্মাসমূহে অদ্ভূত ও আজিমুশশান পরিবর্তনের খুবই হৃদয়গ্রাহী এক দৃশ্য। ঘৃণার যে আগুন, অশ্লীল কটুবাক্যের যে আগুন, ফেতনার যে আগুন, অধিকার হরণের যে আগুন, এবং জীবনকে ছিনাইয়া নেওয়ার যে আগুন প্রজ্বলিত করা হইতেছে, আপনার দরবেশরা ঐ আগুনের ইন্ধনে পরিণত হইতেছে। দিনের পর দিন ইহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইয়া চলিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা। আপনার এই দাস আপনার ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ তারিখের জুময়ার খোৎবা মহল্লার কয়েকজন বন্ধুকে

শুনানোর ব্যবস্থা করিয়াছিল। ক্যাসেট লাগাইয়া আমরা একদিকে বসিয়া পড়িয়াছি। যেইমাত্র তেলাওয়াতের ধ্বনি কক্ষের মধ্যে গুঞ্জরণ করিয়া উঠিল, তখন উপস্থিত সকলের চেহারা এইভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং এইভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষকে অকস্মাৎ কেহ আলকোজ্জল করিয়া দিয়াছে। পার্থিব কাজকর্মের দরুন এবং কিছুটা মসজিদ ষ্টেশনের লাউড স্পীকার হইতে ভাসিয়া আসা মৌলানার অশ্লীল গালাগালির দরুন উপস্থিত সকলের চেহারা মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে ক্লান্ত ও শ্রান্ত ছিল, ঝিমাইয়া ছিল এবং উদাস অবস্থায় ছিল। ইহারা সব শ্রমজীবি মানুষ। কেহ চায়ের দোকানে কাজ করে। কেহ রংগের দোকানে কাজ করে এবং কেহ বা মিস্ত্রীর কাজ করে। ইহারা ঐ শ্রেণীর লোক যাহারা দৈনন্দিন জীবনে সাধারণতঃ শক্ত হৃদয়-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেননা গৃহবাসীদের জীবন কোন কোন সময় দুঃখ কষ্টের শিকার হইয়া পড়ে এবং তাহারা কোন কোন সময় নিজেদের সন্তানদের সহিতও খুবই কঠোর আচরণ করিয়া থাকে। এই সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে আমিও ইহাদিগকে শক্ত হৃদয়ের লোকই মনে করিতাম। কিন্তু যতই আপনার কথা আগাইয়া চলিল, তাহাদের চক্ষু হইতে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অমূল্য মনি মুক্তা বৃষ্টির মুষল-ধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল। আজ তাহাদের চেহারা খুবই নিষ্পাপ ও মধুর মনে হইতেছিল এবং তাহাদিগকে কোমল শিশুর চাইতেও অধিক কোমল দেখাইতেছিল। যেইমাত্র আহমদীয়াতের এই পাগলেরা এই কথাগুলি শুনিল, "হে রাবওয়ার পবিত্র দরবেশেরা এবং হে খোদার দুয়ারের ফকিরেরা! আমিতো তোমাদের মাঝেই হারাইয়া গিয়াছি", খোদার কসম, তখন তাহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ক্রন্দন করিতে শুরু করিল, যেন নদীর বাঁধ অকস্মাৎ ভাংগিয়া গিয়াছে। আমি অবাক ও পেরেসান হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমি ঐ সময় হুসে আসিলাম যখন আমার চক্ষু হইতে উষ্ণধারা টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল এবং আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। জানিনা কতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমের এ ফল্গুধারা বিদ্যমান ছিল।

আমি ভাবিলাম, হাঁ, এই সকল ব্যক্তিরাই যুগ খলিফার প্রকৃত দরবেশ; হাঁ, ইহারাই আল্লাহর দুয়ারের ফকির। রাবওয়ার এই অধিবাসীদিগকে আপনি কি নামে সম্বোধন করিবেন? হৃদয়কে চিরিয়া কোন্ মাপকাঠি দ্বারা তাহাদের এই ভালবাসা ও প্রীতি এবং শ্রদ্ধার পরিমাপ করিবেন? কিন্তু আফসোস, ইহা সম্ভব নয়। পৃথিবীর লোকদিগকেতো বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাহারা এই সকল উপাধির দরুন দম্ভ ও অহংকারে স্ফীত হইয়া আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু হে আমার প্রানাধিক প্রভু! রাবওয়ার বসবাসকারী এই লোকেরা "দরবেশ ও খোদার দুয়ারের ফকির" খেতাবে এইরূপ সন্তুষ্ট যে তাহাদের আনন্দ আর ধরেনা। তাহারা জানে যে ইহা আসমানী খেতাব এবং ইহা তাহাদের চেহারায় অংকিত হইয়া গিয়াছে। কি অদ্ভুত মর্য্যাদা ইহাদের! সোবহানাল্লাহে ওয়া-বেহামদিহী ওয়া সোবাহানাল্লাহিল আযীম।"

এতএব একদিকে দুশমনেরা নোংরামীতে, ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে এবং নিজেদের নফসের অধঃপতনের ক্ষেত্রে খুব দ্রুতবেগে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে এবং অন্যদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা আহমদীদিগকে রুহানীয়তের ময়দানে উচ্চ হইতে উচ্চতর আসমানের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছেন। এই দৃশ্য কোন ঠেলাগাড়ীওয়ালার ধ্যান-ধারণায়ও কখনো আসিতে পারে না। এই দৃশ্য দিনমজুর স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারে না। রুহানীয়তের এই অবস্থা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতির ফলশ্রুতিতেই ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। অতএব এই উন্নতি যাহার সম্বন্ধে এই আয়াতে (সূরা ফাত্‌হার আয়াত) বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়াছিলাম, উহার অভিব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঘটিতেছে। যখন এই উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন কিরূপে ইহা সম্ভব যে বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ে ক্রোধ ও রোষাগ্নি সৃষ্টি হইবে না? এমনতো হইতে পারেনা যে, তাহারা কষ্ট পাইবে বলিয়া আমরা উন্নতি করিব না। তাহাদের কষ্ট আপনাদের অগ্রগতিকে রোধ করিতে পারে না। কারণ তাহাদের জন্য ইহা নির্দ্ধারিত নহে। এই জন্য আপনারা নির্ভয়ে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকুন।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইতিপূর্বে আমাকে "রুইয়ার" মাধ্যমে কোন কোন সুসংবাদ দান করিয়াছেন এবং অতঃপর একটি অতি মধুর "কাশ্‌ফী" (দিব্যদর্শন) দৃশ্য দেখাইয়াছেন। এইগুলি আমি আপনাদের সম্মুখে বর্ণনা করিতে চাই। কিছুদিন পূর্বে, সম্ভবতঃ দুই এক সপ্তাহ পূর্বে, হঠাৎ আমি একটি দৃশ্য দেখিলাম যে, ইসলামাবাদ যাহা ইংল্যান্ডে আমাদের বর্তমান ইউরোপীয় কেন্দ্র, আমি উহার একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেছি যেখানে আমি নামাজ পড়াইয়াছিলাম। সকল বন্ধু সারীবদ্ধ হইয়া ঐভাবেই বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইমামের জায়নামাজের ঠিক পিছনে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা সাহেবকে আমি দেখিতে পাইলাম। পনর বিশ বৎসর পূর্বে তিনি যে বয়সের ছিলেন তাঁহাকে ঠিক ঐ বয়সের মনে হইতেছিল এবং পূর্বে তিনি যে ধরণের রুমী টুপি পরিতেন, তিনি ঐ ধরণের রুমী টুপি পরিহিত ছিলেন। তাঁহাকে খুব সুস্থ্য সবল দেখাইতেছিল এবং তিনি ঠিক ইমামের পিছনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তিনি নামাজের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "চৌধুরী সাহেব, আপনি কখন আসিয়াছেন? আপনিতো অসুস্থ ছিলেন। হঠাৎ কিভাবে আপনি আসিলেন?" অতঃপর এই দৃশ্যটি বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। আমার চক্ষু খোলা ছিল এবং দৃশ্যপট পূর্বে যেমন ছিল, তেমন অবস্থায় উহা আমার সামনে ফিরিয়া আসিল। অতএব আল্লাহতায়ালা এইরূপ সুসংবাদ দান করিতেছেন, যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি, ইনশায়াল্লাহ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।

এই কথাগুলি উহার অতিরিক্ত। জামাততো সকল অবস্থাতেই উন্নতি করিতেছে। আল্লাহ যতদিন আমাদের অপেক্ষায় রাখিবেন, ততদিন আমরা অপেক্ষা করিব, ইনশায়াল্লাহ। কিন্তু আমরা কিছুই হারাইতেছি না এবং আমাদের হাত হইতে কিছুই চলিয়া যাইতেছে না। বরং আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে পূর্বের তুলনায় আরো সম্মুখে লইয়া যাইতেছেন। অতএব ইহাতো লোকসানের কোন ব্যবসাই নয়। এই জন্য আমি সান্ত্বনা দিতেছি না। কিন্তু আমি ইহা বলিতে চাই যে আল্লাহর রং অদ্ভুত। তিনি মোমেনগণের নিকট হইতে বাহ্যিকভাবে কোরবানী গ্রহণ করেন এবং বস্তুতঃ উক্ত কোরবানীই তাহাদের উন্নতির কারণ। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে রুহানী স্বাদে পুরস্কৃত করেন। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতি যাহার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকার্ষণ করিতেছি।

সুতরাং এই কাশ্‌ফের পর আল্লাহ্‌তায়ালা আরো একটি অনুগ্রহ করিলেন। ইহা সেই দিনগুলির কথা যখন পাকিস্তানের পরিস্থিতির দরুন ভয়ংকর অস্থিরতা ও উদ্বেগের মধ্যে আমি রাত কাটাইতেছিলাম। তখন একদিন সকালে আল্লাহতায়ালা ইল্‌হামের মাধ্যমে এক মর্য্যাদাপূর্ণ কন্ঠে আমাকে বলিলেন, "আসসালামুআলাইকুম"। ইহা একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট, দীপ্ত ও মধুর আওয়াজ ছিল এবং ইহা মির্যা মুজাফফর আহমদের কন্ঠের আওয়াজ মনে হইতেছিল। যখন আওয়াজ শুনিতেছিলাম, তখন আমার মনে হইতেছিল তিনি বাহির হইতে "আসসালামোআলাইকুম" বলিতে বলিতে

আমার কামরার দিকে আসিতেছেন এবং কামরায় প্রবেশ করার পূর্বে "আসসালামোআলাইকুম" বলিতেছেন। তখন কিন্তু আমার খেয়াল হয় নাই যে, ইহা একটি ইলহামী অবস্থা। কেননা আম সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। তখন যে পরিবেশ ছিল, উহার সহিত আমার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমার প্রতিক্রিয়া এইরূপ হইল যে, আমি বাহিরে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ইলহামী অবস্থার সমাপ্তি ঘটিল। তখন আমি উপলব্ধি করিলাম যে, আল্লাহতায়ালা শুধু "আসসালামোআলাইকুম" এর প্রতিশ্রুতিই দান করেন নাই, বরং ইহার সংগে সংগে ظفر অর্থাৎ বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও দান করিয়াছেন। কেননা মুজাফফরের আওয়াজে "আসসালামোআলাইকুম" পেঁছাইয়া দেওয়া একটি খুবই মহান ও গভীর সুসংবাদ। ইহার পূর্বে আল্লাহতায়ালা জাফরুল্লাহ খানকে দেখাইয়াছেন এবং উভয় জাফরই (বিজয়) সাদৃশ্যমূলক।

অতএব আমি নিশ্চিত আপনাদিগকে সান্তনা দিতেছি। ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহারা জুলুমের আগুন জ্বালানো বন্ধ করিয়া দিবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরাতো জুলুমের আগুন জ্বালানো বন্ধ করে নাই। পরন্তু আগুন জ্বালানোর ফলশ্রুতিতেই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم (অর্থাৎ হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল হইয়া যাও। সুতরাং তাহারা সম্ভবতঃ আরো অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস করিতেছি যে, এই অগ্নিকে আপনাদের জন্য তেমনিভাবে গোলাম করিয়া দেওয়া হইবে, যেমনিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য অগ্নিকে গোলাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। খোদাতায়ালার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আপনাদিকে রক্ষা করিবে। সুতরাং ব্যাঘ্রের ন্যায় নির্ভিকতার সহিত এই ময়দানে অগ্রসর হইতে থাকুন। বস্তুতঃ এই ইলহামের পর আমার দৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে এবং বিন্দুমাত্র সন্দেহও আর নাই এবং আল্লাহতায়ালা আমার সমস্ত ভীতি দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে কতিপয় মৌলভীরা অভিসম্পাত কেন, সমগ্র বিশ্বও যদি অভিসম্পাত দিতে থাকে, বিশ্বের সমগ্র মানব-মণ্ডলী যদি কোটি কোটি অভিসম্পাতও দিতে থাকে, তাহা হইলে, খোদার কসম, মানুষের অভিসম্পাত আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করিবে না। আমার খোদার একটি মাত্র প্লান (পরিকল্পনা) এমন শক্তি রাখে যে, তাহাদের সমস্ত অভিসম্পাত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে।

খোদার আওয়াজে আমি জামাতকে "আসসালামোয়ালাইকুম" পৌঁছাইতেছি এবং নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছি যে, আপনাদের অদৃষ্টে নিরাপত্তা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে এই নিরাপত্তাকে ব্যাহত করিতে পারে। ইহারাই বা কি এবং ইহাদের গালিগালাজই বা কি? ইহার একটি মাত্র উত্তরই রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই যে, আপনারা পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হউন এবং মর্য্যাদার সংগে ইসলামের কাফেলা অনিবার্য্য বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাদের এই শোর ও হৈ-চৈইতো কাফেলার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের এই হট্টোগোল তুচ্ছ ও অর্থহীন এবং ইহা পাশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবে। অগ্রগতির প্রতিটি মনজিলে আপনারা নিত্য নূতন হৈ চৈ

শুনিতে পাইবেন এবং প্রত্যেক মনজিলে হৈ চৈ-কারীরা পাশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবে। ইহার একটি মাত্র প্রতিকারই রহিয়াছে। আপনারা আপনাদের চলার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর করিয়া দিন। তাহাদের চেঁচামেচির আওয়াজ আপনাদের কর্ণেই প্রবেশ করিবে না।

এইরূপ মর্য্যাদার সহিত এবং এইরূপ দ্রুততার সহিত ইসলামের বিজয়ের পথে আগাইয়া যান যাহাতে দেখিতে না দেখিতে ঐ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ليظهره على الدين كله পূর্ণ হইয়া যায়। আপনাদের মাধ্যমে, হাঁ হাঁ, আপনাদের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় হইবে ও আপনারা সেই সূর্য্য উদিত হইতে দেখিবেন যখন ইসলাম অন্য সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে এবং আপনাদের আকা ও মওলা, আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত হইবেন। একই খোদা, একই রসুল ও একই রাজধানী হউক এবং উহা ইসলামের রাজধানী হউক।

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**

ক্যাসেট হইতে উর্দু খোৎবার অনুলিপি করণ :—**মযহারুল হক**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি বি ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

আল্লাহর দিকে আহ্বান ঃ সংগঠন ও পদ্ধতি

['দাওয়াত ইলাল্লাহ']

(৬) সবর :—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

সত্য ধর্মের প্রচারকারীকে সকল যুগেই বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতীতের ন্যায় আজও সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হতে পারে না। তাই সমগ্র বিশ্ব বাসীকে তৌহীদের দিকে আহ্বান জানাতে হবে পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে। আজকের পৃথিবীতে ইসলামকে বিশ্ববিজয়ী করতে হলে এই মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং ঐশী মনোনীত ইসলামী সংগঠন তথা খেলাফতের ছায়াতলে এবং পরিচালনায় সর্ব প্রকার কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন যত অত্যাচার গাল-মন্দ এবং হাসি-বিদ্রূপ করাই হোক না কেন, প্রকৃত মোমেন কখনই তার লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে না। বরং তাঁর পদ্ধতি সর্বদাই হবে শান্তিপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ, প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

"ভাল এবং মন্দ এক রকম হইতে পারে না। তাই মন্দকে বিতাড়িত কর উত্তমের দ্বারা। তখন দেখিবে, যাহার সঙ্গে তোমার শত্রুতা ছিল সেই ব্যক্তি এবং তোমার মধ্যে অতি উত্তম বন্ধু-সুলভ সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা (এই মর্যাদা) ঐ সকল ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় না যাহারা ধৈর্যশীল এবং ঐ সকল ব্যক্তি ব্যতিত, যাহারা উত্তম গুণাবলীর অধিকারী।" (সুরা হামীম সাজদাহ ঃ ৩৪-৩৫)।

উপরোক্ত আয়াত দুটির শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রচারকারীকে সকল মানুষের, এমন কি শত্রুদেরও হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে হবে এবং এই পদ্ধতি সাফল্যজনকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে কেবল মাত্র ধৈর্যশীল এবং সদ-গুণাবলীবিশিষ্ট প্রচারকারীগণই।

বস্তুতঃপক্ষে সত্য, প্রচার এবং ধৈর্য্য ধারন করা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাব সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সুরা আসরে বলেছেন ঃ

"মহা-কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ মহা-ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত—সেই সকল মানুষ ব্যতিরেকে যাহারা বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল, সত্য-গ্রহণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধকারী এবং পরস্পরকে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকারী।"

এক কথায় বলা চলে যে, দৃঢ় বিশ্বাস, সৎকর্ম, সত্য প্রচারের উদ্দীপনা এবং ধৈর্য ধারন—এই কয়েকটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের সমন্বয় এবং বাস্তব-প্রয়োগের মাধ্যমেই মানব-জীবনের সার্থকতা—অন্যথায় বস্তু সুখ-পিপাসী জীবন মরীচিকাময় মোহান্ধতারই নামান্তর।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন ঃ

"আমি একজন নবীকে দেখিয়াছি যাহাকে তাঁহার জাতির লোকেরা প্রহার করিল। তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল এবং সেই নবী তাঁহার মুখ-মণ্ডল হইতে রক্ত-ধারা মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন : হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করিয়া দিও এবং তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিও—কেননা তাহারা অন্ধ (যে জন্য তাহারা আমার সহিত পৈশাচিক আচরণ করিয়াছে)।" (বুখারী, মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে :

"মুমেনের ব্যাপার আশ্চার্যজনক। তাহার কাজ বরকতই বরকতময়। এই অনুগ্রহ শুধু মুমেনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি তাহার কোন আনন্দের উদয় হয়, তবে সে আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাহার জন্য আরো কল্যাণ এবং আশীষের কারণ হয়। (পক্ষান্তরে) যদি সে দুঃখ পায় তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং তাহার এই ব্যতিক্রমও তাহার জন্য কল্যাণ ও আশীষের কারণ হয় এবং সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পুন্য অর্জন করে।" (মুসলিম)।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন :

"আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, কখনও ধৈর্যহারা হইবে না। সবার এরূপ একটি অস্ত্র যে, তোপের দ্বারা সেই কাজ সাধিত হইতে পারে না, যাহা সবরের দ্বারা সাধিত হয়। একমাত্র সবরই মানব-হৃদয়কে জয় করিয়া ফেলে। বরং আমি তোমাদিগকে ইহাও জানাইতেছি যে, আল্লাহতা'লা উক্ত বিষয়ের এতখানি তাকিদ করেন যে, যদি কেহ এই জামাতে থাকিয়া সবর ও ধৈর্য সহকারে কাজ না করে, তাহা হইলে সে যেন মনে রাখে যে, সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মালফুজাত, খণ্ড—৭, পৃঃ ২০৪)।

তিনি বলেছেন :

"গালিয়াঁ শুনকে দোয়া দো/পা কে দুখ আরাম দো/যব কিবর কি আদত দেখো/তো তুম দেখাও ইনকেসার।

অর্থ :- গালি শুনিয়া (গালীদাতাকে) দোয়া দাও/দুঃখ পেয়ে শান্তি দাও। যখন অহঙ্কার করিতে দেখ/তখন তোমরা বিনয় প্রদর্শন কর। (দুরে সমীন)।

"তোমরা গাল-মন্দ শুনে চুপ থাকো। গালি দিয়ে—কি ক্ষতি হয়? গালি দাতার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি তো এই কথা বলি যে, যদি তোমাদিগকে মারপিট করে, তবুও সবর ধৈর্যের সঙ্গে কার্য সমাধা করিবে।" (মালফুজাত, খণ্ড—৯ম, পৃ ১৬৪)।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার্থে এবং খোদাতা'লার বাণী প্রচারার্থে সর্বপ্রকার কুরবানী, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতার আদর্শ সর্বাবস্থায় সমুন্নত রাখার মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত কর্তৃক পরিচালিত আধ্যাত্মিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

(৭) ভাবাবেগ ও হৃদয়ানুভূতির সর্বোত্তম ব্যবহার করুন

মানব-ইতিহাসে যখনই কোন অসাধারণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে তখনই তার পাশ্চাতে কাজ করেছে অসাধারণ ভাবাবেগ ও হৃদয়ানুভূতি দ্বারা পরিচালিত অদম্য কর্মস্পৃহা এবং কঠোর পরিশ্রম। আল্লাহতা'লার দিকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাতে হলে এবং বিশ্বব্যাপী এক অখণ্ড মানব-সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে প্রত্যেক প্রচারকারীকে অনন্য সাধারণ সংকল্প, চেতনাবোধ ও হৃদয়াবেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে এবং সুপরিকল্পিত প্রচারমূলক কার্যক্রম অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে।

পবিত্র কুরআনে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পথ-বিমুখতা এবং নিদারুন পথ-ভ্রষ্টতার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহা উদ্বিগ্নতা লক্ষ্য করে আল্লাহতা'লা বলেছেন :

"সম্ভতঃ তুমি তাহাদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য এই দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে যে, তাহারা এই বর্ণনায় (আল্লাহর তৌহীদের শিক্ষায়) বিশ্বাস আনয়ন করিতেছে না।" (সুরা কাহাফ : ১৭ এবং দোহা : ৮ দ্রষ্টব্য)

হাদীসে রয়েছে :

"সর্বোত্তম কাজ হইল আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।" (আবু দাউদ)।

"মানুষের উপর এমন একটি সময় আগমন করিবে যখন পরহেজগার ব্যক্তির অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখে।" (তিরমিযি)

"আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ কিছু লোক হইবে যাহাদের অন্তরে ঈমান অবিচল পাহাড়ের চাইতেও সুদৃঢ় হইবে।" (কাঞ্জুল উম্মাল, খণ্ড—৬, পৃ-২৩৬)

ঐশী-প্রেমের দ্বারা নিজ জীবনকে আলোকিত করে বিশ্বাসীকে তৌহীদের পথে আবেদন জানানোর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার এবং নিরন্তর অধ্যাত্মিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমেই মহা আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। এরূপ একটি ইসলামী বিপ্লব সংঘটনের লক্ষ্যেই আহমদীয়া জামাত বর্তমান যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন :

"হে খোদা লাভে পিপাসিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রশ্রবনের দিকে ধাবিত হও। ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়-ঢাক দিয়া বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব যে, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" (কিশতিয়ে নূহ' পৃ-৪১)

"যদি আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে হতো তাহ'লে ভিক্ষুকদের মত মানুষের দুয়ারে গিয়ে খোদাতায়ালার সত্য-ধর্মের প্রচার করিতাম এবং চারিদিকে পরিব্যাপ্ত এই সর্বনাশকে

'শিরক" তথা খোদাতায়ালার অংশবাদীতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার হতে মানুষগুলিকে বাঁচাতে চেষ্টা করি.....আর এই মহান প্রচার কার্য দ্বারা নিজ জীবনকে পূর্ণ করি. এমনকি যদি মৃত্যুও ঘটে যায় তাও বরণ করে নেই।" (মালফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ-৩৯১)।

বস্তুতঃপক্ষে বর্তমান যুগই হলো সত ধর্ম ইসলামের প্রচারের জন্য সুবর্ণ যুগ, ঐশী প্রতিশ্রুত যুগ। বিশ্ব-স্রষ্টা খোদাতায়ালার প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য ইসলামী খেলাফতের ছায়াতলে সুসংবদ্ধ হয়ে এবং ঐকান্তিক ঐশী প্রেম দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) বাংলাদেশের সকল আহমদীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন :

"আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে তৌহিদের দিকে আকৃষ্ট করার এবং এক ধর্মে আনয়নের জন্য নিজের নেক নমুনা, উত্তম নৈতিকতা এবং দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এবং তবলীগের কর্তব্য পালনে আত্ম-নিয়োজিত রয়েছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই সত্যিকার অর্থে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানের 'হক' আদায় করে দিয়েছেন? ..... বার বার জামাতকে যেমন আমি জানিয়ে আসছি যে, এই জামানা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দাওয়াত বরণীয় হওয়ার যুগ, মানুষের হৃদয় সত্যকে কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে এবং সেইদিন দূরে নয় যখন দলে দলে মানুষ এই জামাতে দাখিল হবে! প্রয়োজন শুধু এতটুকুই যে, আমরা যেন আমাদের দায়িত্বসমূহ অনুধাবন করি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটির দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং যথার্থ ও সত্যিকার অর্থে 'দায়ী ইলাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আহ্বান-কারীতে পরিণত হয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে ও বন্দরে এবং প্রতিটি পল্লী ও গ্রামাঞ্চলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পয়গাম পৌছিয়ে দেই। খোদাতা'লা আপনাদের সাথী ও সহায়ক হোন. আপনাদের অন্তরে সত্যের দাওয়াত ও আহ্বানের জন্য সেই জোশ ও উদ্দীপনা, সেই জযবা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন, যা আমার হৃদয়কে করেছে উদ্বেলিত ও উচ্ছলিত। খোদাতায়ালা আপনাদেরকে এই মহান অভিযানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দ্বারা ভূষিত করুন। (আমীন।।"

(২৭/২/৮৪ইং তারিখে বাংলাদেশের ৬১তম সালানা জলসা উপলক্ষে প্রেরিত পয়গাম দ্রষ্টব্য।।

উপরোল্লিখিত পবিত্র পয়গাম অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদীকে পূর্ণ-জোশ ও উদ্দীপনা, জযবা ও প্রেরণাসহ প্রচার-কার্যে পূর্ণোদ্যমে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

(৮) 'মুবাহেসা ও মুনাযেরা' পরিহার করুন

ইসলাম শান্তিবাদী ধর্ম, যুক্তি ও নিদর্শন ভিত্তিক ধর্ম। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা হলো 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন প্রকার শক্তি-প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ (সুরা বাকারা :)। অনুরূপভাবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে সুরা কাহাফ : ৩০; সুরা ইউনুস : ১০০-১০১। হাদীস শরীফেও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ধর্মীয় মত পোষণের অধিকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত একটি ঘটনার কথা স্মর্তব্য। এক যুদ্ধে হযরত উসামা (রাঃ) এক শত্রুকে হত্যা করেন—যদিও সেই ব্যক্তি পূর্ব মুহূর্তে 'কলেমা তৈয়ব' উচ্চারণ করেছিল। যখন এই ঘটনার কথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছলো তখন

তিনি খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত উসামা (রাঃ) বললেন: 'হে রসুলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি তো মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল'। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বললেন, "হালা শাককতা আন কাল্‌বিহি' (অর্থাৎ তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে)?" (মসনদে ইমাম আহমদ)।

আজ বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ইসলামের বুনায়াদী তথা শান্তিবাদী শিক্ষাকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ পরিহার করে 'হিকমত' ও নম্রতার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের সংগে 'মুবাহিসা ও মুনাযেরা' (তর্ক-যুদ্ধ) পরিহার করা প্রয়োজন। কারণ এগুলির দ্বারা সাধারণতঃ বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় যুক্তি-জ্ঞানের চেয়ে অযথা হৈ-চৈ এবং বাহ্যিক বাগাড়ম্বরই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে থাকে এবং সত্য-প্রচারের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং বিশেষ কোন ক্ষেত্রে এই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে (১) প্রথমতঃ আল্লাহতা'লার কাছ হতে দোয়ার মাধ্যমে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং (২) দ্বিতীয়তঃ জামাতী সংগঠনের কাছ হতে পূর্ব-অনুমতি গ্রহণ করতে হবে যাতে এরূপ কার্যক্রমের যথার্থতা পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং আনুসাঙ্গিক আইন-শৃংখলামূলক ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন:

"কাহারও উপর অবৈধরূপে আক্রমণ করিবে না। প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিবে। যদি কোন সময় তর্ক-যুদ্ধ বা 'বহস' কর অথবা কোন ধর্মীয় বিষয়ে কথা-বার্তা হয়, তাহা হইলে নম্র ভাষায় ভদ্রতা ও শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার করিবে। যদি কেহ অজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সালাম বলিয়া সেই মজলিস হইতে শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, গাল-মন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটানো হয় ও কটু বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সাবধান থাকিবে, যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতার দ্বারা না কর। অন্যথায়, তোমরাও তাহাদের ন্যায়ই সাব্যস্ত হইবে। খোদাতা'লা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সাব্যস্ত হও।" (তবলীগে রেসালত খণ্ড—৭ম পৃঃ ৫৩-৫৪)

তিনি বলেছেন:

"যখন দুই ব্যক্তি পরস্পর মোকাবেলার জন্য দণ্ডায়মান হয়—যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা প্রমাণ করে দেখায় যে, একজনের ধর্মীয় বিশ্বাস মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে সত্যতা ও আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই এবং উহা মৃত এবং খোদাতা'লা হতে সম্পর্কহীন—ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অন্যজনের ধর্মবিশ্বাসের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। কেননা, দ্বিতীয় জনের দোষত্রুটির কথা বলতেই হবে; যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে যদি সেগুলীর উল্লেখ করা না হয়, তা'হলে তো সত্যের যথার্থ প্রকাশই ঘটবে না। এরূপ কথা শুনে কিছু কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে উঠে, তারা সহ্য করতে পারে না, ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে যুদ্ধাংদেহী হয়ে উঠে। সুতরাং এরূপ মওকাতে যাওয়া মসলেহাতের (অবস্থা উপযোগী কার্যক্রমের) বিরোধী।" (মালফুজাত, খণ্ড-৫, পৃ-১৪২)।

বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রচারকারীকে আহ্বান জানাচ্ছি। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

সূরা রূমে আল্লাহতায়ালা তাঁর বিভিন্ন আয়াত বা নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে বিবাহ-বন্ধন। আল্লাহ্তারালা উক্ত সূরার ২২ নম্বর আয়াতে বলেন ঃ—

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ط ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥

অর্থাৎ "এবং তাঁর আয়াত সমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের মধ্যে তোমরা মনের শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতিগণের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"।

এই আয়াত থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, মানবজীবনে বিবাহ-বন্ধন অতীব জরুরী। কেননা এই বন্ধন মানুষের মনে স্নেহ, ভালবাসা ও কোমলতার বৃত্তি গুলির পূর্ণতা সাধন করে। বিবাহ-বন্ধন মানুষকে কর্মশীল, মিতব্যয়ী, সংযত ও দায়িত্বশীল করে তোলে। যারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না তারা উচ্ছৃংখল, অমিতাচারী, দায়িত্বহীন ও কঠোর-হৃদয় হয়ে উঠে। আল্লাহতায়ালা বিবাহ-বন্ধনকে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবে। কিন্তু আজকের পাশ্চাত্ত জাতিগুলি ও কমিউনিষ্ট জাতিগুলি তাদের জড়বাদী সভ্যতার অভিশাপে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে। তারা বিবাহ-বন্ধনকে অস্বীকার না করলেও, এর গুরুত্ব তাদের নিকট বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ঐ জাতিগুলি হয়ে উঠেছে ভয়ংকররূপে উচ্ছৃংখল, বেপরোয়া ব্যভিচারী। তাদের পারিবারিক শান্তি ও সমাজ-ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে, পাশ্চাত্ত সভ্যতার ঢেউ এসে লেগেছে আমাদের মাঝেও। তাই দেখা যাচ্ছে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরাও যেন উদাসীন হয়ে পড়ছি দিনের পর দিন।

সূরা রূমের যে আয়াতটি আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি, উহাতে বলা হয়েছে "নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল জাতিগণের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" এতে একটি নিদর্শনের কথা বলা হয়নি। বহু দর্শনের কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মাত্র দুটি নিদর্শনের উল্লেখ করবো। প্রথমতঃ, ইসলামিক বিধান অনুযায়ী বিবাহের পুত পবিত্রতা রক্ষা করা হলে পৃথিবীটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হোতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই আয়াতের গভীর মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে মানব জীবনের যেমন ধারাবাহিকতা রয়েছে, তেমনি মৃত্যুর পরেও জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

ইসলাম বিবাহের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছে তা উপলব্ধি করা যায় রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস থেকে। হাদিসটি হচ্ছে "যখন দেখ কোন ব্যক্তি বিবাহ করেছে, সে ধর্মের অর্দ্ধেক পূর্ণ করেছে। অতঃপর বাকী অর্দ্ধেকের জন্য সে আল্লাহকে ভয় করুক।" বিবাহের এটাও একটি রহমত ও ফজল যে বিবাহের পরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাকওয়া ও তাহারাত সৃষ্টি হোতে থাকে। অতএব আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে পূর্ণ মোমেন ও মোত্তাকীরূপে দেখতে চাই তাহলে তাদের বিয়ের জন্য যথা সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।

বিবাহের পবিত্রকরণ শক্তি কত গভীর, এ সম্বন্ধে আরো দুটি হাদিস পেশ করা হলো ঃ

প্রথম হাদিস ঃ—"এবং নিশ্চয়ই বিবাহ কুদৃষ্টিকে উত্তমভাবে রোধ করে এবং অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদীস ঃ—"যে ব্যক্তি পবিত্র ও নির্মল হয়ে আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করতে চায় সে যেন সদ্বংশজাত স্ত্রী বিবাহ করে।"

আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রসুলের যে বাণীগুলো উপস্থাপন করা হলো তা থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারা যাচ্ছে যে, যথাসময়ে ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া কত প্রয়োজনীয়। বিবাহকে বাদ দিলে

দিলে কুল থাকে না। মান থাকে না। বংশ থাকে না। মর্য্যাদা থাকে ন। শান্তি থাকে না। শৃংখলা থাকে না। প্রেম থাকে না। দায়িত্ব থাকেনা। প্রীতি থাকে না। উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতা—কিছুই থাকে না।

পিতামাতার দায়িত্ব

বিবাহের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এ ব্যাপারে পিতামাতার কি দায়িত্ব রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ—"যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তার কর্তব্য সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। যখন সে যৌবন-প্রাপ্ত হয়, তখন তার বিবাহ দিবে। যদি সে যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং পিতা তার বিবাহ না দেয় এবং সে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তার কৃত পাপ তার পিতার উপরও বর্ত্তাবে।" (মেশকাত)

অনুরূপ হাদিসে বিবাহযোগ্য মেয়েদের সম্বন্ধেও রয়েছে। উপরোক্ত হাদিস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বয়ঃ-প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের যথাসময়ে বিবাহ না দেওয়ার ফলে তারা যদি যৌন সংক্রান্ত অপরাধ বা জামাতের নিয়ম-ভংগ জনিত অপরাধ করে, তাহলে তাদের অপরাধের জন্য তাদের পিতামাতাগণও দায়ী হবেন। যদি পিতামাতা বর্তমান না থাকে, তাহলে সেজন্য তাদের অভিবাবকগণ দায়ী হবেন।

অন্য একটি হাদিস থেকে পিতামাতার দায়িত্ব আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হাদিসটি হচ্ছেঃ—

"প্রত্যেক সন্তান ইসলামের প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রীষ্টান বা মজুষী বানায়, যেমন এক জন্তু তার সকল অংগ প্রত্যংগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।" (বুখারী

উপরোক্ত হাদিস অতি পরিস্কারভাবে ইঙ্গিত করছে যে, আমাদের পিতা-মাতারাই আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ধর্মাধর্মের জন্য দায়ী। আমরা যেভাবে সন্তানকে গড়ে তুলবো, সন্তান সেইভাবেই গড়ে উঠবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের সন্তানদের পার্থিব শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুবই মনোযোগী কিন্তু ধর্ম বিষয়ে আমরা থাকি উদাসীন। ফলে ভবিষ্যতে বড় হয়ে যখন ছেলে-মেয়েরা অবাধ্য ও অনাচারী হয়, তখন আমরা নিজেদের ভুল ত্রুটির কথা বেমালুম ভুলে যাই এবং ছেলেমেয়েদেরকে অভিশাপ দিতে থাকি ও হাহুতাশ করতে থাকি।

১৯৮২ সালে সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) তাঁর কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবায় জামাতকে উদাত্ত কণ্ঠে ও দরদে দিলের সহিত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে, "তোমরা নিজদিগকে ও নিজেদের পরিবার পরিজনকে খোদাতায়ালার রোষাগ্নি থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হও।" তিনি সুরা তাহরিমের "কু আনফুসাকুম ওয়া আহালিকুম নারা"—আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন :—"খোদাতায়ালা কোরআন করীমে "আহালিকুম" অর্থাৎ পরিবার-পরিজন সংক্রান্ত সতর্কমূলক নির্দেশ করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি নিজেতো ইমানের অধিকারী হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে এবং সুসংবাদসমূহের পাত্র হয়ে যায়। কিন্তু তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি তার জন্য ফেৎনা বা পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে সেরাতে-মুস্তাকীম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হয়। অতএব কারো এ কথা বলা যে, সে সেরাতে মুস্তাকীমে কায়েম হোতে পেরেছে—এটা যথেষ্ট নয়। আর এ জন্য যথেষ্ট নয় যে, তার জীবনের যে নিকটতম ফেৎনা বা পরীক্ষা তাতো তার ঘরেই বিদ্যমান।

সেজন্য ভবিষ্যদ্বংশধরদের উত্তম শিক্ষা ও তরবিয়ত দান করা যেমন ঐ সকল বংশধরদের জন্য কল্যাণজনক, তেমনি তার নিজের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ফেৎনা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং খোদাতায়ালার গজব থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা। যে আল্লাহর প্রেম তার হাসিল হয়েছে তা যেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার এবং তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেও স্থিতিশীল থাকে, যাতে তারা খোদাতায়ালার সন্তোষের জান্নাত সমূহে চিরস্থায়ী

জীবনের অধিকারী হয়ে থাকতে পারে।" হুজুরের এই সতর্কমূলক নসিহত থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন যে, আমরা অনেকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ হুজুরের এই নির্দেশ তথা খোদার নির্দেশ অমান্য করার ফলে নিজেদের গৃহে জান্নাত প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে জাহান্নামই প্রতিষ্ঠা করেছি। খোদা আমাদের হেফাজত করুন। (আমীন)

আমাদের বিবাহ সমস্যার মূল কারণ

এ কথা আমরা সকলে স্বীকার করি ও এ নিয়ে বহু আলোচনাও করি যে, আমাদের জামাতে বিবাহ-শাদীর সমস্যা নানা দিক থেকে জটিল আকার ধারণ করেছে। কিন্তু কেন? এ কি জামাতী সাংগঠনিক কোন ত্রুটির জন্য? এ কি সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য? এ কি আমাদের সংখ্যার জন্য? আমরা মুষ্টিমেয় কিছু লোক সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি বলে কি এই সমস্যা' নাকি? জামাতে ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী বলে এই সমস্যা? বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ের মোটামুটি যে তথ্য জামাতের নিকট রয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায়ই সমান। আমাদের সাংগঠনিক ত্রুটি ও বিচ্যুতি বা দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজনও রয়েছে। আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার কথা বললে, একথাই বলতে হয় যে খাছ দোওয়ার সংগে যদি আমরা হুজুর (আইঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাপক তবলীগ করি তাহলে ইনসাল্লাহতায়ালা আমাদের সংখ্যাও অচিরেই বেড়ে যাবে।

বস্তুতঃ আমাদের বিবাহ সমস্যার মূল কারণ অন্যত্র নিহিত রয়েছে। বিবাহ-শাদী সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বিস্তারিত নির্দেশ তাঁর স্বীয় বাক্য ও নবীর মারফৎ যুগে যুগে জানিয়ে এসেছেন। যারা সেগুলিকে পালন করে চলে, তারা নিজেদের এবং বংশধরগণের জন্য সৌভাগ্যের দ্বারকে উন্মুক্ত করে নেয়। যারা অবাধ্যতা করে, তারা নিজেরাও দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয় এবং সমাজ ও জাতিকে সংক্রামিত করে পরিণামে জাতির পতন ঘটায়।

সূরা ইব্রাহিমে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ—"তোমরা দেখ না, কি ভাবে আল্লাহ উত্তম বাক্যের দৃষ্টান্ত দেন? ইহা উত্তম বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল মজবুত এবং শাখাগুলি গগন চুম্বি, আল্লাহর আদেশে সকল সময়ে ফল দান করে; এবং আল্লাহ দৃষ্টান্ত দেন যেন মানুষে চিন্তা করে। এবং মন্দ বাক্য একটি মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাকে মৃত্তিকা থেকে উপড়িয়ে ফেলা হয় এবং উহার স্থায়ীত্ব নেই"।

আল্লাহতায়ালার আদেশাবলী মানুষের জন্য ভাল বৃক্ষ সদৃশ এবং উহার অবাধ্যতা মন্দ বৃক্ষের সদৃশ। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার আদেশ অমান্য করলে, আমাদের বিষবৃক্ষের বিষ-ফলের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালার আদেশ ও নিষেধ মেনে চললে জীবন সুখের ও শান্তির হয়। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে আল্লাহতয়ালার নির্দেশ অমান্য করলে কিভাবে জাতি বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়, তার একটি উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

মুসলমানগণ আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলে সুন্দরী ফিরিংগী মেয়েদেরকে বিয়ে করতে থাকে। এ সকল মেয়েরা তাদের পৌত্তলিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে মুসলমানদের গৃহে প্রবেশ করে তাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণকে ইসলামী অনুশাসন পালনে শীথিল ও আস্থাহীন করে দেয়। ফলে সূরা ইসরাইলের সতর্কবানী অনুযায়ী তারা আল্লাহতায়ালার আযাবে নিপতিত হয় ও ভীতিপ্রদ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ হালাকু খাঁ তার সৈন্যদল নিয়ে বাগদাদ শহরের উপর ঝটিকাবেগে আপতিত হয়ে মুসলমান নিধন আরম্ভ করে দেয়। শাহী খান্দানের সকলকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা শহরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। এই তান্ডব লীলায় ১৮ লক্ষ মুসলমান তরবারীর আঘাতে প্রাণ হারায়। পরিণামে আব্বাসীয় মুসলীম শাসনের শোচনীয় অবসান ঘটে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য আমি অপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাব, আপনারা যেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কর্তৃক রচিত "বিবাহ ও জীবন" বইটি মনোযোগের সংগে পড়েন। বইটি অত্যন্ত হেদায়াত-পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

—নজীর আহমদ ভুইয়া

'তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'র উত্তর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর— ৪)

সকল সাহাবার দ্বারা সমর্থিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উল্লিখিত ঐতিহাসিক উক্তি ব্যতীত আর একজন সাহাবী হযরত মগীরা বিন শু'বা (রাঃ) সম্বন্ধে তফসীর 'দুরে মনসুর' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবি শাইবার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, "এক ব্যক্তি মুগীরা (রাঃ)-এর সাক্ষাতে বল্‌ল, 'রসুলে করীম (সাঃ) খা'তামুল আম্বিয়া, যাঁর পর কোন নবী নাই।' ইহাতে মুগীরা (রাঃ) বল্‌লেন, "তোমার পক্ষে ইহা বলাই যথেষ্ট ছিল যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) খা'তামুল আম্বিয়া ছিলেন (অর্থাৎ 'লা নাবীয়া বা'দাহু' বলার আবশ্যক ছিলনা) কারণ আমরা রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আলোচনা করতাম যে হযরত ঈসা (আঃ) জাহির হবেন। আর যখন তিনি জাহির হবেন তখন তিনি রসুলে করীম (সাঃ)-এর পূর্বে যেমন নবী ছিলেন তেমনি পরেও নবী হবেন।

(দুররে মনসুর, খাতামান নবীয়ীন সম্পর্কিত আয়াতের নিম্নে)

এ পর্যন্ত আমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট স্বীকৃত হাদীস সমূহ, সাহাবা কেরাম ও সর্বজনমান্য বিগত বুজুর্গানে উম্মাহর উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহের দ্বারা প্রমাণ করে এসেছি যে :—

(ক) আখেরী জামানায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহকে হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজে আল্লাহর 'নবী' বলে অভিহিত করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

(খ) রসুলুল্লাহ (সাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উম্মতকে বলেছিলেন যে, তাঁর পর প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনকাল পর্যন্ত কোন নবীর আবির্ভাব হবে না (অর্থাৎ উক্ত মধ্যবর্তী কালটিতে খলিফাগণ, মুজাদ্দিদগণ ও আওলিয়া এবং 'বনী ইস্রাঈলের নবীগণ তুল্য উলামা' হবেন)।

(বোখারী শরীফ ও আবু দাউদ)

(গ) এই উম্মতের 'প্রতিশ্রুত মসীহ' এই উম্মত থেকেই হবেন। (হাদীস বোখারী ও মুসলিম)। অবশ্য তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর তুল্য বা তাঁর মসীল (সদৃশ) হবেন (আয়াতে ইস্তেখালাফ, সুরা নূর)। এবং তিনি যেহেতু মোহাম্মদী মসীহ হবেন সেহেতু ইমাম মাহদীও তিনিই হবেন (ইবনে মাজার হাদীস —'লাল-মাদীয়ু ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়ম' এবং মুসনদে ইমাম হাম্বলের হাদিস—'ইবনা মরায়্যামা ইমামান মাহদীয়ান')। পবিত্র কুরআনের ত্রিশ আয়াত, বহু সহী হাদীস এবং ইতিহাসের প্রামান্য রেকর্ড মূলে সপ্রমাণিত যে, বনী ইস্রাইলে আগত হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) অন্যান্য সকল নবী ও সকল মানুষের ন্যায় (তিনিও যেহেতু মানুষ ও আল্লাহর নবী ছিলেন খোদা বা খোদার পুত্র ছিলেন না) স্বাভাবিকরূপেই মারা গেছেন ; তিনি ক্রুশেও মৃত্যুবরণ করেন নাই আকাশেও উত্তোলিত হন নাই। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর অমোঘ বিধান

অনুযায়ী কোন মৃত ব্যক্তিই এ পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারে না (সুরা যুমার :৪২)। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন বলতে তাঁর সদৃশ বা মসীলের আগমন বুঝায়। ইমাম মাহদীই ঈসা সদৃশ বা তাঁর মসীল হবেন। তাঁকেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) 'আল্লাহর নবী' বলে অভিহিত করে গিয়েছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহতায়ালা ওহীও নাজেল করবেন (মুসলিম)। এবং চল্লিশ বছরকাল ব্যাপী তাঁর প্রতি ওহী নাজেল হতে থাকবে।

(ঘ) সমগ্র সাহাবা এবং এই উম্মাহর সর্বজনমান্য ইমাম ও বুজুর্গান 'খাতামান-নবীঈন'—আয়াত এবং 'লা নাবীয়া বা'দী'—হাদীসের সুনির্দিষ্টভাবে এ মর্মই ব্যক্ত করে গিয়েছেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর কোন নুতন শরীয়তধারী নবী হতে পারেন না বা এমন কোন নবীও হতে পারে না, যিনি এই উম্মতভুক্ত নন অথবা যিনি স্বাধীনভাবে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। অন্য কথায়, শরীয়ত বিহীন উম্মতি নবী (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ও কুরআনের অনুবর্তী নবী) হতে পারেন। এবং এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ঐরূপ নবীই হবেন।

জামাত আহমদীয়া উক্ত অর্থেরই সমর্থক এবং সাহাবা কেরাম ও বুজুর্গানে-উম্মাহর উক্ত অকীদারই আনুসারী।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও সর্ব প্রকার নবুওয়াত অবসানকারী, তাঁর পরে কোন নবী আসবে না—এ অর্থটি হলো কুরআন হাদীসে চিহ্নিত অন্ধকারময় বক্র যুগের অধুনা আলেমদের করা অর্থ, যা কিনা পবিত্র কুরআন, সহী আহাদীস ও সাহাবা কেরাম এবং পূর্ববর্তী সর্বস্বীকৃত বুজুর্গানে-উম্মাহর সমর্থিত অর্থের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ। অপবিত্র কুরআনের সকল আয়াত পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। এবং القرآن يفسر بعضه بعضا —অনুযায়ী ইহার একাংশ অপরাংশের ব্যাখ্যা পেশ করে। থাকে পবিত্র কুরআনে কোন স্ব-বিরোধ থাকতে পারে না। বহু আয়াতে সুস্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর ইসলাহ ও পৃথিবীর বুকে দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য মর্যাদা ও শ্রেষ্টতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের গোলামী ও পায়রবীতে, তাঁর পূর্ণতম চিরস্থায়ী ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণবর্ষী রেসালত ও কুরআনী শরীয়তের অধীন নবী হতে পারেন। সুতরাং সুরা নেসার নবম রুকুতে ৬৯—৭০ নং আয়াত এবং সুরা আ'রাফের ৪র্থ রুকুতে ৩৫ নং আয়াত এবং আরও বহু আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রকার নবী আসার সম্ভাবনাই নয় বরং সু-নিশ্চিত সুসংবাদ দান করা হয়েছে আর এরূপ নবীকেই শরীয়তবিহীন উম্মতি বা অনুবর্তী নবী বলা হয়। তিনি শুধু কুরআনের অধীনই নন বরং একমাত্র রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেম ও অনুবর্তী-তার ফলশ্রুতিতেই শরীয়ত বিহীন নবুয়াত লাভ করেন, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ও কল্যাণ তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকেই লাভ করেন এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার প্রমাণ ও প্রতীক হিসাবে তাঁর ধর্মের সেবা এবং কুরআনী শরীয়তকে পৃথিবীতে সঞ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মনোনীত হন। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে প্রদত্ত এরূপ নবীর আগমনের প্রতিশ্রুতি মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হিসাবে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

(আঃ)-এর দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসাই তাঁর লিখনির ছত্রে ছত্রে এবং ইসলাম-সেবায় সমুজ্জ্বল তাঁর কর্মময় জীবনের পরতে পরতে প্রস্ফুটিত, সপ্রমাণিত।

দুঃখের বিষয়, পবিত্র কুরআন, হাদিস, সাহাবা কেরাম ও সর্বমান্য বুজুর্গানে-উম্মাহ বর্ণিত এ সব তত্ব ও তথ্যকে বেমালুম উপেক্ষা করেছেন 'তাত্বিক পর্যালোচনা'র প্রবন্ধকার এবং উপেক্ষা করেছেন বলেই তো লিখতে পেরেছেন :—"সাহাবাদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে খাতামান নবীঈন-এর যে অর্থ করেছে তা হচ্ছে রসুলুল্লাহই (সাঃ) সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই"—"রসুলুল্লাহর (সাঃ) পর কোন নবী আসার সম্ভাবনা থাকলে তা কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতো।"

আরবের ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে সাহাবাগণের যুদ্ধ ঃ

বিজ্ঞ প্রবন্ধকার নবুওয়াত প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর তাঁর পূর্ণতম ও চিরস্থায়ী রেসালত ও শরীয়তের অধীন 'উম্মতি নবুওয়াতে'র প্রতিশ্রুতি এবং শরীয়তবাহী বা স্বাধীন নবুওয়াতের চিররুদ্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং সাহাবা কেরাম ও সমগ্র উম্মাহর বিগত শীর্ষ ইমাম ও বুজুর্গাণের সর্বসম্মত আকীদা ও অভিমতকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞতায় উপেক্ষা করে যেমন সত্যের অপলাপ করেছেন, তেমনিভাবে রসসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে পরে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর খেলাফৎকালে সমগ্র আরবে বিস্তৃত গাত্রগুলির সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর প্রক্ষেপ ও মিথ্যাশ্রয়ের জঘন্য পরিচয় দিয়েছেন। নবুওয়াতের ভণ্ড দাবীকারক—মুসায়লামা কায্‌যাব, আসওয়াদ আনসী, সাজ্জাহ বিন্তে হারিস (খৃষ্টান) এবং তুলাইহা ঐ সব বিদ্রোহীদেরই অন্যতম ছিল। ইসলামী ষ্টেটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ, মুসলমান শাসক ও জনসাধারণকে হত্যা ও লুণ্ঠন, যাকাত বা টেক্স বন্ধ করে দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় স্বীয় রাজত্ব স্থাপন ও মদীনার উপর আক্রমনের অপরাধের জন্যই এদের বিরুদ্ধে সাহাবারা খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করেছিলেন। (ইবনে খলদুন, ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৫, তবারী ১ম খণ্ড, তারিখুল খমীস, ২য় খণ্ড ; বোখারী, কিতাবুর রুইয়া ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

ইসলামী অনুশাসনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্বরচিত বিধানে নবুওয়াতের এ সকল ভণ্ড দাবীদার ও তাদের স্বগোত্রীয় অনুসারীদের সম্বন্ধে বিজ্ঞ প্রবন্ধকার লিখেছেন :

"এরা নিজেদের নবী বলে দাবী করে। কিন্তু তারা রসুলুল্লাহর নবুয়াতকে অস্বীকার করেনি। বরং এদের বক্তব্য ছিল মুহাম্মদ যেমন, একজন নবী, আমরাও তদ্রুপ নবী।" (ইতিহাসের কোন হাওয়ালা দেন নাই কেন ?—অত্র প্রবন্ধ লিখক।) "প্রশ্ন হচ্ছে সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন কেন ? তাহলে তারা কি খাতামাননবীঈনের অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি ? নিশ্চয় পেরেছেন। আর সেজন্যই তারা ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।"

একেই বলে জামাতে ইসলামী ষ্টাইলে লিখিত ইসলামের বিকৃত ইতিহাস ! কি বিচিত্র স্টাইল !

ভন্ড মুসায়লামা মহনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় শরীয়তধারী নবুয়াতের দাবীদার ছিল। সে কুরআন মজীদের মোকাবেলায় কিতাব প্রণয়নের দাবী করেছিল। সুতরাং সে কিছু অন্তঃসার শূন্য হাস্যস্পদ এবারত রচনাও করেছিল। (আল্লামা উমর আবুল নসর প্রণীত 'খুলাফায়ে মুহাম্মদ'—উর্দু তরজমা পৃঃ ৬০)।

মুসায়লামা ফজর ও ইশার নামাজ রহিত করে দিয়েছিল, মদ ও ব্যাভিচার বৈধ করেছিল। অন্য কথায়, সে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোকাবিলায় শরীয়তধারী নবী হওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। (হুজাজুল কিরামা, পৃঃ ২৩৪)। এমতাবস্থায় মুসায়লামার সমর্থনে 'সোনার বাংলা'র প্রবন্ধকারের পক্ষেই ইহা লিখা সম্ভবপর হয়েছে যে ঃ—"তারা (মুসায়লাম ও অন্য তিনজন নবী দাবী কারক) রসুলুল্লাহর নবুয়াতকে অস্বীকার করেনি। বরং এদের বক্তব্য ছিল মুহাম্মদ যেমন একজন নবী, আমরাও তদ্রুপ নবী।"

'মুসনাদ ইমাম আমদ বিন হাম্বালে' বর্ণিত আছে যে, মুসায়ালামার দু'জন দূত যখন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলো তখন তিনি (সাঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আ তাশাহাদানে আন্নি রসুলুল্লাহে ফাকা লা নাশহাদু আন্না মুসাইলামা রাসুলুল্লাহ।" অর্থাৎ—"তোমরা কি সাক্ষ্য দান কর যে, আমি আল্লাহ্‌র রসুল ? তারা উভয়ে বল্‌ল, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রসুল।"
(মিশকাত, বাবুল আমান পৃঃ ৩৪৭)

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ) মুসায়লামার গোত্র বনু হানিফাকে প্রশ্ন করলেন ঃ "ইয়া বনি হানিফাতা, মা তাকুলুনা ? কালু নাকুলু মিন্না নাবীউন ওয়া মিনকুম নাবীউন।"

অর্থাৎ—তোমাদের অকিদা কি ? তারা উত্তর দিল, আমাদের নবী আমাদের মধ্য থেকে এবং তোমাদের নবী তোমাদের মধ্য থেকে।" (তাবারী, ২য় ভলিউম, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ২৪৭)।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি সমূহের প্রেক্ষিতে তাদের সপক্ষে বিজ্ঞ প্রবন্ধকারের উক্ত মন্তব্য সকোপল-কল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বই আর কি হতে পারে ? তদোপরি তিনি অতি কৌশলে ঐ সব ভন্ড নবুওয়তের দাবী কারক ও তাদের অনুসারীদের ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শসস্ত্র বিদ্রোহ, হত্যা ও লুন্ঠন ও আক্রমণ ইত্যাদির কথা সম্পূর্ণ গোপন করে গেছেন যাতে পাঠকদের মনে তিনি সুকৌশলে এ ধারণা দিতে পারেন যে 'সাহাবাগণ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এদের নবুওয়তের দাবীর কারণে। এ কৌশল একমাত্র আহমদীয়াতের বিরোধিতার উদ্দেশ্যেই একটা রাজনৈতিক চাতুর্যপূর্ণ কৌশল বই আর কিছুই নয়। প্রাচীন ও নব্য সকল ঐতিহাসিক উল্লিখিত ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে সাহাবাগণের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র কারণ ইহাই বর্ণনা করেছেন যে এরা ছিল সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহী। ইহা একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা কোন রূপেই গোপন করা যায় না। তা যদি না হয় তাহলে প্রবন্ধকার বা তাঁর মতাদর্শীরা কি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) এ মর্মে কোন ঘোষণা উপস্থাপিত করতে পারেন ? ঃ—

"মুসায়ালামা কায্‌যাব ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে রাষ্টদ্রোহিতার কারণে নয় বরং নবুয়াতের দাবীদার হওয়ার কারণে অস্ত্রধারণ করা হচ্ছে।" আলবাৎ এরূপ ঘোষণা তাঁরা কখনও উপস্থাপিত করতে পারবেন না।

মুসায়লামা কায্‌যাব তো হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদশাতেই নবুওয়াতের দাবীদার ছিল এবং সে তাঁর নিকট অর্ধ রাজ্যে অংশীদারিত্বের দাবীও পেশ করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার বিরুদ্ধে যখন অস্ত্র ধারণ করেন নাই তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং সাহাবাগণ উক্ত কারণে কিরূপেই বা অস্ত্রধারণের সাহস করতে পারতেন ? ! এমন হলে ইহা সুন্নতের খেলাফ হতো। সাহাবাগণ তো তার বিরুদ্ধে তখনই অস্ত্রধারণ করছেন যখন অন্যান্য-দের ন্যায় সেও প্রকাশ্যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হয়েছিল। তথাপি হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামী লসকরকে এই নির্দেশ দান করেছিলেন যে ঃ—

'এ সকল (রাষ্ট্রদ্রোহী) মুরতাদদের উপর আক্রমণ চালানোর পূর্বে তাদের গ্রামের বাহিরে আজান দিও। যদি তারাও আজান ও ইকামত উচ্চরণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যেন কোন প্রকার পদক্ষেপ

গ্রহণ না করা হয়।'' (তবারী ১ম ভলিউম, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬৭ —উর্দু তরজমা, হায়দারাবাদ-দাক্ষিনাত্যে মুদ্রিত)।

এ তো ছিল সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরম সাবধানতার প্রতীক-প্রকৃত ইসলামী আদর্শ যে মুসায়ালামা ও তার সাথীদের মধ্যে আজান ও ইকামত বিদ্যমান থাকলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নিষেধ করেছিলেন। এক দিকে তো হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাবধানতার প্রতি লক্ষ্য করুন। আর অন্যদিকে আহমদীগণ আজান দেওয়া, কিবলামুখী হয়ে ইসলামী নামাজ আদায় করা, কলেমা ও সকল আরকানে ইসলামের উপর ইমান রাখা, মহানবী হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করা ও ষোলআনা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা এবং জগতের সর্বত্র শান্তি প্রিয় নাগরিকত্বের পরাকাষ্ঠা হওয়া সত্বেও রাষ্ট্রদ্রোহী ও শরীয়ত-ধারী নবুয়তের দাবীদার মুসায়ালামা কায্যাবের ন্যায় তাদেরকে যারা মুরতাদ আখ্যায়িত করে ওয়াজেবুল কতল হিসেবে সাব্যস্ত করতে চায় তাদের জঘন্য অভিপ্রায়ের প্রতিও লক্ষ্য করুন। ইহা ইসলামের মুখে জঘন্যতম কলঙ্ক লেপনের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত নয় কি ? ! (ক্রমশঃ)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

শোক সংবাদ

(১) দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের (সাবেক ক্রোড়া জামাত) প্রবীন ও মুখলেস আহমদী জনাব আলী আজ্জম ভুঁইয়া অবসর প্রাপ্ত সিনিয়ার টি, টি ই, বাংলাদেশ রেলওয়ে, গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং শেষ রাতে ইন্তেকাল করেন, ইন্না ..... রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। জীবনের শেষাংশে মরহুম জামাতের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও গভীর মহব্বত কায়েম করে গেছেন। তিনি ৪ ছেলে, ৫ মেয়ে ও স্ত্রীসহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা হচ্ছে যে, আল্লাহতা'লা মরহুমের পবিত্র আত্মাকে জান্নাতের উচ্চ মার্গে স্থান দান করেন ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দেন। মরহুমের মৃতদেহ আহমদী পাড়াস্থ আহমদীদের নুতন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। (মনোয়ার আহমদ মিন্টু)

(২) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান হচ্ছে যে, নাসেরাবাদ জামাত আহমদীয়ার স্থানীয় মুয়াল্লেম জনাব মৌঃ আবদুল জব্বার সাহেব বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ ইং রোজ শুক্রবার ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন, মরহুম মৃত্যুকালে নাবালক পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন।

মরহুম খুবই মুখলেস আহমদী ছিলেন এবং বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে, তিনি গয়র আহ্‌মদী থাকা কালিন প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ মসজিদের ইমাম ছিলেন। আহমদী ও গয়র আহমদী —উভয় জীবনে তিনি পরহেজগার হিসাবে এ অঞ্চলে খ্যাত ছিলেন। আল্লাহ পাক মরহুমকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মোকাম দান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে ধৈর্য ধারণে তৌফিক দেন ; তাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হন। আমীন। (—মোঃ শওকত আলী প্রেসিডেন্ট, নাসেরাবাদ,)

নাসেরাবাদ আঃ আঃ, জিলা কুষ্টিয়া।

কেওঁ নেহি লগো—তম্‌হেঁ......

১। নাই কেনরে মানব চিত্তে
'সত্যের' শরণ, স্বপ্ন, ধ্যান
সেই দুঃখে মোর হৃদয় তলে
বইছে বিষম ঝড়, তুফান!

২। কসম্‌ খেয়ে বল্‌ছি খোদার
ইব্‌নে মরিয়ম স্বভাব-মৃত
খোদার নবীর জান্নাতে প্রবেশ—
জান্নাতবাসির সমাদৃত!

৩। মৃতের বাহিরে নহেন 'ঈসা'-
ফুরকানেরই সেই খবর
'ত্রিশ আয়াতের সাক্ষ্য' কোরআনে
পড়ে দেখলিনা বে-খবর!

৪। আসে নাই ত কেহ মরজগতে
মৃতের দুনিয়ার ওপার হ'তে
কোরআন কখনও বলে নাই তাহা
কোন আয়াতের কোনও ইঙ্গিতে।

৫। জন্ম, মৃত্যু, স্রষ্টার সৃষ্টি—
চিরন্তন নীতি আবার শোন্‌
ভেবে দেখ্‌লিনা আহা-রে বোকা
"ইন্নাহুম্‌ লা ইয়ারজিউন।"

৬। বন্ধু গো মোর, দেখো দুনিয়ায়
'জীবন মরণের কারবালা'
মৃত্যুর দুয়ারে কেউ কি কখনও
দিতে পেরেছে 'বন্ধ-তালা'!

৭। জান হে বন্ধো! এ-দুনিয়া নহে
চির জীবনের সুখের ঘর
চলে গেছে সর্ব অলী-আউলিয়া
নবী, রসুল শত শত পয়গম্বর।

৮। হায় রে, কেহই পাবে না নাজাত
মৃত্যুর শীতল হাত হতে!
তবুও ছড়াবে কিচ্ছা কাহিনী—
এই পৃথিবীর পথে পথে।

৯। কেন কর সদা ব্যর্থ প্রয়াস
'সত্যকে' 'সুন্দর মিথ্যা' সাজিয়ে—
ইহা কি 'দ্বীনের' ধর্ম কর্ম—
কুফুরী কালামের ঢাক বাজিয়ে!

(ক্রমশ:)

—চৌধুরী আবদুল মতিন

কৃতি ভাই-বোন

(ক) চট্টগ্রামস্থ জনাব বদরুদ্দীন আহমদ সাহেবের ছেলে ওয়াসিম আহমদ সরকারী মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৮৪ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণী হতে প্রথম স্থান অধিকার করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে: আলহামদুলিল্লাহ! সে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায়ও অংশ গ্রহণ করেছে এবং তার পরীক্ষার উত্তম সফলতার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতাভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

(খ) জনাব বদরুদ্দীন আহমদ সাহেবের কনিষ্ঠা মেয়ে মিস সুমিনা ইসরাত (সুমী) ১৯৮৪ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় শিশুবাগ কিণ্ডার গার্টেন স্কুল হতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ

তাদের উভয়ের পরবর্তী সকল পরীক্ষায় সম্মানজনক সফলতার জন্য ও দ্বিনি উন্নতির জন্য তারা জামাতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। খাকসার—শরীকা আহমদ, চট্টগ্রাম।

সংবাদঃ

তারুয়া জামাত আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা

তারুয়া জামাত আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা ৮ ও ৯ই মার্চ ১৯৮৫ইং মোতাবেক ২৪ ও ২৫শে ফাল্গুন ১৩৯১ বাংলা উক্ত গ্রামের আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত বিশিষ্ট ওলামা ও চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখবেন। সবান্ধব উপস্থিত হয়ে রুহানী ও দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের জন্য আপনাকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আরজগুজার—

ডাঃ আহমদ আলী

প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান জলসা কমিটি আঃ আঃ তারুয়া

কটিয়াদী জামাতে তবলগী সভা

বিগত ৮/২/৮৫ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার কটিয়াদী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে কটিয়াদী বাজারস্থ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ ইজাজুল হক সাহেবের দোকান প্রাঙ্গণে এক তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তেরগাতী জামাতের সেক্রেটারী মাল সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব। বিকাল ৩ ঘটিকায় সভার কাজ শুরু হয় এবং ৬ ঘটিকায় সভার কাজ শেষ হয়। সভা শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ তছলীম আহমদ সাহেব তারপর উর্দ্দু নজম শোনান মৌঃ আবদুল মান্নান সাহেব ও বাংলা নজম শোনান মৌঃ শাখাওয়াত হোসেন সাহেব, এই মনোজ্ঞ তবলিগী সভায় "বর্তমান দুর্যোগময় যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব ও "প্রকৃত ধর্ম একটিই" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং "আহমদী ও গয়ের আহমদীর মধ্যে পার্থক্য" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন স্থানীয় বক্তা হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব। সভায় এতদঅঞ্চলের বহু হিন্দু ও গয়ের আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতারা সবাই মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভার কাজ শেষ হয়।

সংবাদদাতা—ফরিদ আহমদ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar